৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১৫ চৈত্র – ২১ চৈত্র, ১৪৩১ ঃ ২৯ মার্চ – ৪ এপ্রিল, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 22, 29 March - 4 April, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

মাসান্তিক ৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শান্তিনিকেতনের আশ্রম এলাকা সাধারণের জন্য

ফের খুলে দেওয়া হবে বলে নির্দেশ দিলেন বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্য। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, বাসিন্দা, পর্যটক সকলেই খুশি এই সিদ্ধান্তে। ৫ বছর আগে আশ্রম এলাকায় ঢোকা নিষিদ্ধ হয়েছিল।

রবিবার : দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশোবন্ত বর্মার বাড়ি

থেকে পাওয়া আধপোড়া নোটের কথা উল্লেখ করল হাইকোর্টের রিপোর্ট। বিচারের দায়িত্ব থেকেও সরিয়ে দেওয়া হল বিচারপতি বর্মাকে। ঘটনার তদন্ত করতে ৩ বিচারপতিকে নিয়ে গড়া হল কমিটি।

সোমবার : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমশঃ

ঘোরালো হয়ে উঠছে। সেনাবাহিনীর পক্ষপাত নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ক্ষুব্ধ সেনা প্রধান বৈঠকে বসেন। সেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী সরকার গঠনের উপর জোর দিয়েছে সেনাবাহিনী।

মঙ্গলবার : আরজিকর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ

ও খুনের মামলায় সিবিআই আদৌ গণধর্ষণের তদন্ত করেছে কিনা বা আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে হয়েছে কিনা, সেইসব প্রশ্ন করল কলকাতা হাইকোর্ট।

বুধবার : পাসপোর্ট জালিয়াতি আটকাতে বিধাননগর কমিশনারেট

ও হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ এলাকায় অনলাইনে নথি যাচাইয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হতে চলেছে পাসপোর্ট মোবাইল অ্যাপ। সফল হলে কলকাতাতেও চালু হবে এই অ্যাপ।

বৃহস্পতিবার : পশ্চিমবঙ্গের পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের

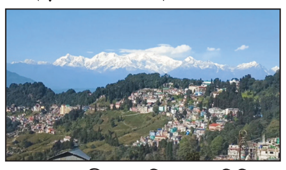

জন্য আগামী ২ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রের তরফে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। যদিও অন্যরা এখনও এই খবর পাননি বলে জানিয়েছেন।

শুক্রবার : লোকসভায় পাশ হয়ে গেল অভিভাসন ও বিদেশী

নাগরিক সংশোধনী বিল। আইনের সরলিকরণ, শক্তিশালী নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে শতাব্দী প্রাচীন আইন পাল্টে এই নতুন আইন রচনা করেছে কেন্দ্র।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কাঠগড়ায় দুই শাসকের ভূমিকা

ভুয়ো ভোটার বিতর্কে উত্তাল সীমান্ত

কল্যাণ রায়চৌধুরি

উত্তর ২৪ পরগণার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বহুবার উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। যার মধ্যে গরু পাচার, সোনা পাচার নারী পাচার সহ নেশার ওষুধ পাচার, অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এবারে আসন্ন ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তর ২৪ পরগণার সীমান্ত শহর বনগাঁ–বাগদা উত্তাল হয়ে উঠেছে ভুতুড়ে ভোটার তত্ত্বে। এবার ভুতুড়ে ভোটার ধরতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন নেতারা। ধর্মপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান তাপস মণ্ডল বলেন, 'আমরা ভোটার তালিকা স্কুটিনি করতে গিয়ে দেখি একই ব্যক্তির ছবি দুই জায়গায়, দুটি আলাদা নামে এপিক নম্বর রয়েছে এক ব্যক্তির, সুজন দাস ও সুজয় বিশ্বাস। পরে আমারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ওই ব্যক্তির বাড়ি বাংলাদেশের ঝিনাইদহ উপজেলায়। তার পাসপোর্টও আমরা উদ্ধার করেছি।' তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক

বনগাঁ–বাগদা

জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'প্রচুর অবৈধ ভোটার রয়েছেন। যাদের আমরা কোনও খোঁজ পাচ্ছি না। আমরা এবারে ভোটার লিস্টে কাজ করতে গিয়ে দেখছি, ভিন রাজ্যে তাদের নাম রয়েছে, আবার এখানেও রয়েছে। কোথাও বাংলাদেশে রয়েছে, আবার এখানেও রয়েছে। এই নামগুলো আমরা ডিএম, এসডিও, বিডিও–র কাছে লিপিবদ্ধ করি। এদের সম্পর্কে তদন্ত করে সঠিক খোঁজ খবর নেওয়ার আবেদন জানাই।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু আধিকারী ২৪ তারিখ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'বাগদাতে বিডিও তথা ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার ৯৪ নং বাগদার এসটি বিধানসভা এলাকায় বাসিন্দা অজয় কুমার বিশ্বাস, রাখি বিশ্বাস, প্রতিমা বিশ্বাস সহ বহু ভোটারকে ডেকে বলা হচ্ছে, আপনারা যে বাংলাদেশি নন তা প্রমাণ করুন। এমনকী নোটিস পাঠিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণও চাওয়া হচ্ছে।' এমনই এক ভোটদাতা নিখিল কীর্ত্তনিয়াকে পাশে বসিয়ে বিজেপির বাগদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, 'কয়েকদিন ধরে বাগদা বিডিও অফিস থেকে মতুয়া ও হিন্দুদের বেছে বেছে নোটিস পাঠানো হচ্ছে। কারণ ওরা ধরে নিয়েছে তারা বিজেপিকে ভোট দেয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্যে শাসক দল ভোটার লিস্ট থেকে তাদের নামগুলো কেটে দিচ্ছে।' বয়রার স্থানীয় বিজেপি নেতা বলেন, 'এখানে ইতিমধ্যে ১৭ জনকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। তাদের সকলের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'এই বিধানসভায় যদি ১–২ লাখ ভোট কেটে দেওয়া যায়,

এরপর পাঁচের পাতায়

ছাতনাভূমি দপ্তরে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা বলছে ব্লক ভূমি দপ্তরের হর্তাকর্তা বিএলএলআরওদের জালিয়াতি নিয়ে বিড়ম্বনায় ভুগছে সারা রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রীও বারবার সর্তক করেছেন, বিপদজনক জোনে ভাগ করেছেন, বদলী করেছেন। তারপরেও যে অবস্থার পরিবর্তন হয়নি তা বোঝা গেল বাঁকুড়ার ছাতনায় কৃষক সমিতির ডেপুটেশনে। সঠিক মিউটেশন, দ্রুত কনভারসেন, ওয়ারিশ সূত্রে রেকর্ড, মিস কেস/সংশোধন, জমি বিবাদ নিরসন ও আবাস উপভোক্তাদের বালির চাহিদা মেটানোর মত মোট ৬ দফা দাবি নিয়ে ২৬ মার্চ ছাতনা কৃষক সমিতি বিএলআরও অফিস এক ডেপুটেশন দেয়। বিএলএলআরও দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন। ২৩০০ টাকায় ইন্দিরা নিবাস যোজনায় উপভোক্তারা বালি পাবেন বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

বন্ধ হয়ে গেল দুটি স্কুল

রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের

অরিজিৎ মণ্ডল, কুলপি: রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষ থেকে একদিকে যখন স্কুল–কলেজগুলিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে স্মার্ট ক্লাস ডিজিটাল ক্লাসরুম একাধিক ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ঠিক তখনই বেশ কিছু পরিকাঠামোগত ত্রুটি ও শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল দুটি স্কুল।

কুলপি বিধানসভার গোপীনাথপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র একটা সময়ে এই প্রত্যন্ত সুন্দরবনের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে প্রায় কয়েকশ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করতো, প্রথমে মাটির স্কুল থাকলেও পরবর্তী সময় ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পাকা স্কুল বানানো হয়, বসানো হয় পানীয় জলের কল ও একাধিক ব্যবস্থাপনা করা হয়। ২ জন শিক্ষকও নিয়োগ করা হয় স্কুলে। রীতিমতন এলাকার কয়েকশ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করত এই স্কুলে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যতই সময় এগিয়েছে ততই একটু একটু এরপর পাঁচের পাতায়

বিদেশেও পিছু ছাড়ছে না আরজিকর

বিশেষ প্রতিনিধি : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী ডাক্তারের ধর্ষণ ও মৃত্যু ঘিরে যে উন্মাদনা সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষে দেখা গিয়েছিল তার রেশ আজও রয়েছে জনমনে। বাংলার মানুষ তখন দেখেছে তাদের ঘরের মেয়ের জন্য কেঁদেছে বিদেশের মাটিও। বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে সাধারণ মানুষ। আবেগে ভেসে গিয়েছে বিশ্ব। এরপর গঙ্গা দিয়ে গড়িয়েছে অনেক জল। কলকাতা পুলিশ থেকে সিবিআই হয়ে সুপ্রিমকোর্ট–হাইকোর্ট, বিচার ঘুরছে শম্বুকগতিতে। নির্যাতিতার মা–বাবা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন বিচারের আশায়। অথচ রাষ্ট্র একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে শাস্তির ব্যবস্থা করে হয়ে গিয়েছে নিশ্চিন্ত। বাংলার জনমনেও থিতিয়ে পড়েছে অভয়া।

সমগ্র বাংলা ও ভারতকে হতবাক করে গত বৃহস্পতিবার লন্ডনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ সভায় বাঙ্ময় হয়ে উঠল সেই নির্যাতিতার কান্না। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের মাঝেই হঠাৎই আরজি কর কাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন ধেঁয়ে এল অনেক প্রশ্ন নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী তাকে বিচারাধীন বিষয় বলে এড়িয়ে গেলেও সারা বাংলা জুড়ে তার রেষ ছড়িয়ে পড়েছে গভীর রাত থেকে। বাংলা বুঝতে পেরেছে তাদের নির্যাতিতা মেয়ের পাশে রয়েছে সারা পৃথিবী এটাও বোঝা গেছে যতদিন না সঠিক স্বচ্ছ বিচার আরজি কর পাচ্ছে ততদিন এক্ষত মিলিয়ে যাবার নয়।

এছাড়াও লন্ডনে কেলগ কলেজের প্রেক্ষাগৃহে আরো বহু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। ধেঁয়ে এল আরো এরপর পাঁচের পাতায়

কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের জমিতে বহুদিন যাবৎ অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে চেতলার লকগেট বস্তি। ধীরে ধীরে বেড়েছে তার অবয়ব ও জনসংখ্যা। সম্প্রতি দখলদার উচ্ছেদ করতে সক্রিয় হয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। তেমনই এক অভিযানে শুক্রবার পুলিশের উপস্থিতিতে এই বস্তির একটি ঘরে সিল করে দেওয়া হল। —নিজস্ব চিত্র

আজও ফুটব্রিজ নেই বজবজ স্টেশনে

রেল স্টেশনগুলির হাল–হকিকৎ / ১

কুনাল মালিক

দক্ষিণ শহরতলীর শিয়ালদহ–কোমাগাতামারু বজবজ শাখায় প্রান্তিক স্টেশন হল কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশন। এই স্টেশন থেকে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ কলকাতার বিভিন্ন জায়গা যাতায়াত করে থাকেন। কিন্তু এখানকার বিভিন্ন যাত্রী সাধারণের সঙ্গে কথা বলে এবং প্রত্যক্ষ করে বেশ কিছু পরিকাঠামো গত অভাব লক্ষ্য করা গেল। বিশেষ করে এখানে একটি মাত্র প্ল্যাটফর্ম আছে, ওই প্লাটফর্ম থেকেই ট্রেনে যাতায়াত করে নিত্যযাত্রীরা। ১ নম্বর প্লাটফর্মের পরে আরো ৮টা ট্র্যাক আছে। ওই ট্র্যাকগুলোতে সব সময় মালবাহী ওয়াগান সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এই ট্র্যাকের ওপারেই মহেশতলা পুরসভার

২টি ওয়ার্ড এবং বজবজ পুরসভার ৩টি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা প্রতিদিন এই ট্র্যাক টপকে কিংবা ওয়াগানের তলা দিয়ে যাতায়াত করে স্টেশনে আসেন। এর মধ্যে যেমন নিত্য অফিস যাত্রী আছেন সেইসঙ্গে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও আছে। প্রতিদিন প্রায় ৫০০০ মানুষ এইভাবেই ট্র্যাক টপকে বা ওয়াগানের তলা দিয়ে রেলস্টেশন এসে ট্রেন ধরে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এর ফলে যে কোন সময় এখানে দুর্ঘটনা ঘটে যাবার আশঙ্কা আছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

অর্থনীতি

শেয়ার বাজারে লম্বা দৌড় শুরু

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

ফান্ডামেন্টাল নেগেটিভ বিষয়গুলো ঠান্ডা হতেই শেয়ারবাজার আবার উপরের দিকে দুরন্ত গতিতে যাওয়া শুরু করেছে। যখন লেখাটি লিখছি তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ফিফটি ২৩৭০০ এর কাছে রয়েছে এবং অতি বড় বিশেষজ্ঞ ও এটা আঁচ করতে পারেনি যে এত দ্রুত বাজার আবার উপরের দিকে যাবে। গত সপ্তাহে আমরা অনুমান করেছিলাম ২৩,২০০ লেভেল পর্যন্ত যাবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনুমান টেকনিক্যালি ২৩৮০০–২৪২০০ পর্যন্ত রেঞ্জের কাছে বড়সড়ো রেজিস্ট্যান্স আছে এই মুভমেন্টে তার উপরে যাওয়া যথেষ্ট চাপের বলে মনে হচ্ছে। আসার কথা এফআইআইয়ের কেনাকাটা আবার শুরু হয়েছে যা দেশীয় বিনিয়োগকারীদের পক্ষে স্বস্তিদায়ক। অনেক টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা আবার বলছেন এপ্রিল মাস থেকে বাজার আবার নিচের দিকে যাওয়া শুরু করবে তারপরে বেশ কিছুটা সময় কনসোলিডেশনের মাধ্যমে উপরে যাবে। বাজারের এই উথানে ব্যাঙ্কিং সেক্টর সব থেকে বেশি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে তবে স্মল ক্যাপ এবং মিড ক্যাপ স্টকে বড় মুভমেন্ট এখনো শুরু হয়নি। কাজেই বাজারে আশঙ্কা যে এই মুহূর্তে কেটে গেছে সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। মার্চ মাসের শেষের দিকে আর্থিক বছরের হিসাব–নিকাশের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাজ করে সেই জন্য এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বাজার যদি ২৩৫০০ লেভেলের উপরে থাকতে পারে তাহলে আগামী দিনে ২৩২০০কে সাপোর্ট করে বাজার উপরের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা।

রেলে ১,০০৩ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, রাইপুর: দক্ষিণ পূর্ব–মধ্য রেলের রাইপুর ডিভিশন ও রাইপুর ওয়াগন রিপেয়ার শপ অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১,০০৩ জন লোক নিচেছ। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: ফিটার, ওয়েল্ডার, টার্নার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ), স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি), কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেলথ অ্যান্ড স্যানিটরি ইন্সপেক্টর, মেশিনিস্ট, মেকানিক ডিজেল, মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনার, ব্ল্যাকস্মিথ, ম্যাসন, পাইপ লাইন ফিটার, কার্পেন্টার, পেইন্টার, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য।

কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওপরের ওইসব ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ৩–৩–২০২৫"এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর, আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। কোন ডিভিশনে ক"টি শূন্যপদ : রাইপুর ডিভিশনে ডি.আর.এম. অফিসে শূন্যপদ ৭৩৪টি। এর মধ্যে ফিটার ১৮৮টি (জেনাঃ ৭৬, ই.ডব্রু.এস. ১৯, ও.বি.সি. ৫১, তঃজাঃ ২৮, তঃউঃজাঃ ১৪)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৮. প্রাঃসংকঃ ১৯। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ১৮৫টি (জেনাঃ ৭৫, ই.ডব্লু.এস. ১৯, ও.বি.সি. ৫০, তঃজাঃ ২৮, তঃউঃজাঃ ১৪)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৭, প্রাঃসংকঃ ১৯। টার্নার ১৪টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসংকঃ ১। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৯৯টি (জেনাঃ ৮০, ই.ডব্লু.এস. ২০, ও.বি.সি. ৫৪, তঃজাঃ ৩০, তঃউঃজাঃ ১৫)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৮, প্রাঃসংকঃ ২০। স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) ১৩টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্রু.এস. ১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসংকঃ ১। স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি) ৮টি (জেনাঃ ৩. ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ১০টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১। হেলথ অ্যান্ড স্যানিটরি ইন্সপেক্টর ৩২টি (জেনাঃ ১৩, ইব্রু.এস. ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসংকঃ ৩। মেশিনিস্ট ১২টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৩. তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১। মেকানিক ডিজেল ৩৪টি (জেনাঃ ১৪, ই.ডব্রু.এস. ৩, ও.বি.সি. ৯, তঃজাঃ ৫. তঃউঃজাঃ ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১. প্রাঃসংকঃ ৩। মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনার ১১টি (জেনাঃ ৪. ই ডব্লুএস. ১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১। ব্ল্যাকস্মিথ ২টি (জেনাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। হ্যামারম্যান ১টি। ম্যাসন ২টি (জেনাঃ ১.ও.বি.সি. ১)। পাইপ লাইন ফিটার ২টি (জেনাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। কার্পেন্টার ৬টি (জেনাঃ ২. ই.তবু এস. ১. ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১। পেইন্টার ৬টি (জেনাঃ ২. ই.ডা. এস. ১, ও.বি.সি. ২ . তাজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ৯টি (জেনাঃ ৪, ইডব্লু এস. ১.ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১।

রাইপুর ওয়াগন রিপেয়ার শপে ২৬৯টি। এর মধ্যে ফিটার ১১০টি (জেনাঃ ৪৪, ই.ডব্লু.এস. ১১, ও.বি.সি. ৩০, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ৮)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪, প্রাঃসংকঃ ১১। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ১১০টি (জেনাঃ ৪৪, ই.ডব্লু.এস. ১১, ও.বি.সি. ৩০, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ৮)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪, প্রাঃসংকঃ ১১। মেশিনিস্ট ১৫টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসংকঃ ২। টার্নার ১৪টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্রু.এস. ১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসংকঃ ১। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৪টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসংকঃ ১। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। স্টেনোগ্রাফার ইংলিশ ১টি (জেনাঃ), স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি) ১টি (জেনাঃ)।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: E/PB/R/Rectt/Act. Appr./01/2025–26, Dated 03.03.2025. ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের

অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণ পত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : https://apprenticeship-india.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেইনাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। এছাড়াও সরাসরি ফোন করতে পারেন এই নম্বরে: 7024149242.

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে ৬৯ ক্লার্ক ও মাল্টিটাস্কিং স্টাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, আপার ডিভিশন ক্লার্ক, জুনিয়র টেকনিশিয়ান, ফিল্ড অ্যাটেন্ড্যান্ট, মাল্টি টাস্কিং স্টাফ ও সায়েন্টিস্ট–বি পদে ৬৯ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: সায়েন্টিস্ট –B: কেমিস্ট্র, এনভায়রনমেন্ট সায়েন্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। সিভিল, কেমিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল, কম্পিউটার সায়েন্স বা, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরাও আবেদনের যোগ্য। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাস্টার ডিগ্রি, নেট বা, পিএইচ.ডি. পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ২২টি (জেনাঃ ১০. ও বি.সি. ৭. তঃজাঃ ৩, ৩ঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু এস, ১)।

সিনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট: সায়েন্স শাখার মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। পলিউশন সংক্রান্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ ৪টি (জেনাঃ ১. ও.বি.সি. ১. তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু. এস. ১)।

জুনিয়র ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট: বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে উচ্চ চমাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। সায়েন্স শাখাব ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ১১,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১.ও.বি.সি. ১)।

সিনিয়র ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট: বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। সায়েন্স শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ২৫,৫০০–৮১.১০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি (জেনা: ১. তঃজাঃ ১)।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক উচ্চমাধ্যমিক পাশরা কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ১৯.৯০০–৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫টি (জেনা: ৩. তাজাঃ ২)।

আপার ডিভিশন ক্লার্ক: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ২৫.৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ। ৮টি (জেনাঃ ৪.ও.বি.সি. ২. তাজাঃ ২)।

ফিল্ড অ্যাটেন্ড্যান্ট: মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। সায়েন্স শাখায় উঠ চমাধ্যমিক পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। ভালো স্বাস্থ্য ও সাঁতার কাটায় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ১৮,০০০–৫৬,১০০ টাকা। শনাপদ। ১টি (জেনাঃ)।

মাল্টি টাস্কিং স্টাফ: মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন।আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ও পাম্প অপারেটর ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ১৮,০০০–৫৬,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১)।

জুনিয়র টেকনিশিয়ান ইলেক্ট্রনিক্সের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। ল্যাবরেটরি মেশিন সংক্রান্ত কাজে অন্তত এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ২টি (ও.বি.সি. ১, ই.ড.এস. ১)। সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৭–৩–২০২৫"র হিসাবে। তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 01/2025–Admin. (R). প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে লিখিত পরীক্ষা স্কিল/ট্রেড টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে। এই ওয়েবসাইটে: www.cpcb.nic.in এজন্য বৈধ ই–মেল আইডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। নাম রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ (মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ২৫০) (২ ঘন্টার পরীক্ষার জন্য)

আর ৫০০ (মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাঃসংকঃ হলে ১৫০) (১ঘন্টার পরীক্ষার জন্য) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পবেন ওই ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করার শেষ তারিখ পাবেন ওপরের ওই ওয়েবসাইটে।

রেলে ৩৭ শিক্ষক–শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান: ভারতীয় রেলের চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্ক্স পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার ও ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার পদে সরাসরি প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার মাধ্যমে ৩৭ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার: সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গ্র্যাজুয়েটরা বি.এড., ডি.এল.এড., বি.এড. (স্পেশাল এডুকেশন) কোর্স পাশ হলে যোগ্য। উচ্চমাধ্যমিক পাশরা বি.এল.এড. কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। পারিশ্রমিক মাসে ২৬,২৫০ টাকা। শূন্যপদ: আর্টস/ল্যাঙ্গোয়েজ–৪টি, এস.এস.টি. ৪টি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ২টি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক–৩টি, হিন্দি–৩টি। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার: সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। পারিশ্রমিক মাসে ২৭,৫০০ টাকা। শূন্যপদ ফিজিক্স ৩টি, কেমিস্ট্রি ৩টি, অঙ্ক–১টি, কম্পিউটার ৩টি, হিন্দি ৩টি, বাংলা–১টি, ইতিহাস ২টি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১টি, ভূগোল ১টি, অর্থনীতি ২টি, কমার্স ১টি। ওপরের সব পদের বেলায়ই শিক্ষকতার কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। চাকরি হবে চুক্তিতে। অন্তত ২০০টি ওয়ার্কিং দিন কাজ করতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: GMA/School/G/Contractual TCR, Date: 20–03–2025. প্রার্থী বাছাই হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ হবে ৫ এপ্রিল থেকে ১২ এপ্রিলের মধ্যে, বেলা সাড়ে ৯টায়। এই ঠিকানায়: মিটিং রুম / জেনারেল ম্যানেজার অফিস বিল্ডিং, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্ক্স, চিত্তরঞ্জন, পশ্চিম বর্ধমান। ইন্টারভিউ দিতে তখন সঙ্গে নিয়ে যাবেন যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যয়িত নকল আর ২ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.clw.indianrailways.gov.in

এক্সিম ব্যাঙ্কে ২২ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: এক্সপোর্ট–ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে ২২ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (ডিজিটাল টেকনোলজি): মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. বা, বি.টেক.) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা এম.সি.এ. কোর্সে মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। শূন্যপদ: ১০টি। ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস): মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে ইকনমিক্সের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ : ৫টি। ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (লিগ্যাল) :মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আইনের ডিগ্রি কোর্সে মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ : ৫টি।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ২৮–২–২০২৫এর হিসাবে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শূন্যপদ: ২২টি (জেনাঃ ১১, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২)।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে মে মাসে। ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রশ্ন হবে। মনোনীত হলে স্টাইপেন্ড পাবেন মাসে ৬৫,০০০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.eximbankindia.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো, সিগ্নেচার, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করে নেবেন। এছাড়াও এই প্যারাগ্রাফটিও স্ক্যান করবেন ।.....

(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required, প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৬০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

জেনে রাখা দরকার

আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

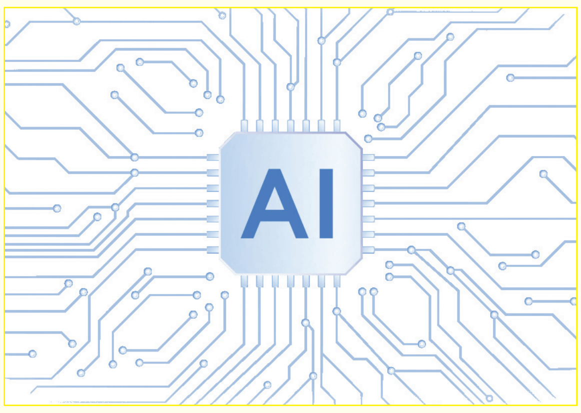

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হল কম্পিউটার সায়েন্সের একটি বিশেষ শাখা যেখানে কম্পিউটার, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবট বা কোনো সফটওয়্যার একটি বুদ্ধিমান মানুষের মতোই কীভাবে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কাজ করতে পারে, তার ওপর জোর দেওয়া হয়। এআই–যুক্ত মেশিনগুলো তৈরি করা হয় যেসব কাজে তা হল– গলার স্বর এবং কথা বুঝতে পারা, নতুন কিছু শেখা, পরিকল্পনা করা এবং যুক্তিসম্মতভাবে কোনো সমস্যার সমাধান করা।

প্রয়োগ

- **গেমিং:** দাবা, পোকার, লুডো ইত্যাদি মোবাইল গেমগুলোয় এআইয়ের মাধ্যমে মেশিন কোনো মানুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে অনায়াসে।
- **কথা বুঝতে পারা:** বিভিন্ন ভয়েস অ্যাসিসটেন্টগুলো বক্তার গলার স্বর ও কথা বিশ্লেষণ করে কার্য সম্পাদন করে।
- **এক্সপার্ট সিস্টেম:** কোনও কোনও অ্যাপ্লিকেশন কিছু মেশিন, সফটওয়্যার এবং তথ্যাবলির সমন্বয়ে গঠিত এবং মানুষকে কোনো কিছুর বর্ণনা, ব্যাখ্যা বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দিতে ব্যবহৃত হয়।

* দৃশ্যমান সিস্টেম: মোবাইলে নিজের চেহারা দিয়ে খোলা বন্ধ করা হল সবচেয়ে প্রচলিত উদাহরণ। এখানে মেশিন ভিজুয়াল ইনপুট নিয়ে তা বিশ্লেষণ করে কাজ করে। একে বলা হয় প্যাটান চেনা, অর্থাৎ ইনপুট করা চেহারার নাক, চোখ, মুখ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে মেশিন সিদ্ধান্ত নেয়।

- **ভাষা বিশ্লেষণ:** এআই ব্যবহার করে কোনো বক্তা তার বলা কথাগুলোকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে পারে।
- **হাতের লেখা বিশ্লেষণ:** এআই নিয়ন্ত্রিত মেশিন কোনো হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে তার অক্ষরের আকার, ধরন ইত্যাদির সঙ্গে মিল খুঁজে এডিবেল টেক্সটে রূপান্তরিত করতে পারে।
- **বুদ্ধিমান রোবট:** এআইয়ের সবচেয়ে বড় অবদান মনুষ্যসদৃশ বুদ্ধিমান রোবট তৈরি। তারা মানুষের মতোই যৌক্তিকভাবে ভাবনাচিন্তা করতে পারে এবং কার্যসম্পাদন করতে পারে।
- **ডিপ লার্নিং:** ডিপ লার্নিং মেশিন লার্নিংয়েরই একটি উপক্ষেত্র। এর গঠন এবং কার্যপ্রণালী জৈবিক স্নায়ুতন্ত্র তথা নিউরোন দ্বারা উদ্বুদ্ধ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী

২৯ মার্চ – ৪ এপ্রিল, ২০২৫

মেষ রাশি : আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। জেদী মনোভাবের দরুণ স্বজনের সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সঙ্গে কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় বেশি পান না করাই শ্রেয়। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে চরম পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। স্বাস্থ্যহানির দরুণ স্বাস্থ্যখাতে অধিক ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ আদিত্য হৃদয়ের জপ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায়িক উন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও অতিরিক্ত অর্থের ব্যয়ের সম্ভাবনা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য লাভের সঙ্গে মান সম্মান বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফল লাভ। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রত্যহ ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : কাজকর্মে অমনোযোগিতার দরুণ ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিলাসবসনে ব্যয় বৃদ্ধি। সঞ্চয়ে বাধা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ চরম পর্যায়ে। ঋণ দেওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় ও চাকরিতে শুভফল লাভ। অর্থের অপব্যয়।

প্রতিকার : প্রত্যয় ১১ বার ও নমো নারায়ণের' জপ করুন।

কর্কট রাশি : ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মসূত্রেও বিদেশ যেতে পারেন। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সাবধানে চলাফেরা করুন। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্ত্বার বিকাশ।

প্রতিকার : প্রত্যহ হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : আলস্য বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি। অন্যক্ষেত্র থেকে যেমন বিমা, শেয়ার অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুর গৃহে কোনও শুভ অনুষ্ঠান। শিল্পী সত্তার বিকাশ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ওম ভাস্করায় নম জপ করুন।

কন্যা রাশি : দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪১বার ওঁ বুবীয় নমঃ জপ করুন।

তুলা রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখা প্রয়োজন। চুরি বা আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধান। বন্ধু বা গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গাড়ি ক্রয়ের পরিকল্পনা হলেও তা স্থগিত রাখাই ভালো। একাধিক পথে উপার্জন। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শুক্রবার বৃদ্ধাদের আহার দিন।

বৃশ্চিক রাশি : সন্তানের জন্য গর্বিত হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাধানের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা। পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা। ব্যবসার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। অংশীদারী ব্যবসায় বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ ভৌময় নম জপ করুন।

ধনু রাশি : ব্যবসা ও কর্মক্ষেত্রে থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। পারিবারিক বা বৈষয়িক সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের বিরূপ আচরণে মানসিক অশান্তি। কর্মস্থলে কোনো মানহানি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। গৃহে অনুষ্ঠান ও অতিথির আগমন।

প্রতিকার : প্রত্যয় ১০৮ বার ওঁ গুরবে নম জপ করুন।

মকর রাশি : শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে মানসম্মান বৃদ্ধি। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

প্রতিকার : ৩৩ বার ওঁ মান্দায় নম জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। বায়ুপথে ভ্রমণ এড়ানোই ভাল। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ ফল লাভ। নামী কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ গণেশায় নম জপ করুন।

মীন রাশি : জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায়িক সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। মাতৃকুল থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যে কোনো কাজে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি, ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি। মামলায় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ নম শিবায় জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩৩৭

১		২		৩	■	■	■
	■		■	৪		৫	■
৬	৭	■	■		■		■
■	৮			■	■		■
■		■	■	৯			■
■		■	১০	■	■	১১	১২
■	১৩			■	১৪	■	
■	■	■	১৫				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মনোনিবেশ ৪। জমা খরচের খাতা ৬। কদলী,রম্ভা ৮।কৌশলপূর্ণ উপায় ৯। জেলখানা ১১।দশরথের এক নাতি ১৩।জাহান্নাম ১৫।পাহারাওয়ালা।

উপর–নীচ

১। দক্ষিণ দিক ২। প্রান্ত ৩। পুরানো নয় ৫। পরিবর্তন ৭। একধরনের লাল পাখি ১০। গাড়ি ১২। অব্দ,সন ১৪। কটুরস।

সমাধান : ৩৩৬

পাশাপাশি : ১। অবিবেচক ৪। রয়ানি ৫। ললাটিকা ৭। গলগ্রহ ১০। সম্পদ ১১। মহাকোশল।

উপর–নীচ : ১। অমোনযোগ ২। বেহাল ৩। করতাল ৬। কারণজল ৮। হরদম ৯।উটকো।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender have been published in the www.wbetender.gov.in vide memo no. 350/ICDS/DPO-S24Pgs dt. 20.03.2025 and 351/ICDS/DPO-S24Pgs dt. 20.03.2025. and Corrigendum Notice No. memo no. 370/ICDS/DPO-S24Pgs dt. 25.03.2025 and 371/ICDS/DPO-S24Pgs dt. 25.03.2025. and 382 /ICDS/DPO-S24Pgs dt. 25.03.202 for carrying contractorship and storing agency for 31 ICDS projects of the district of South 24 Parganas.

Memo no. – 583(3)/DICO/S24 Pgs Date – 28/03/2025

সুলভ শৌচাগারের বেহাল অবস্থায় ক্ষুব্ধ জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর সদর মহাকুমার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের দক্ষিণ বাওয়ালি ট্রেকার্স স্ট্যান্ডে অবস্থিত সুলভ শৌচাগারের বেহাল অবস্থায় এলাকার জনগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। প্রসঙ্গত প্রায় ১০ বছর আগে বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সুলভ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছিল। একজন লোকও ছিল শৌচাগারটি দেখাশোনা করার জন্য। দু টাকার বিনিময়ে শৌচাগারটি ব্যবহার করতেন পুরুষ মহিলারা। বছরখানেক ভালোভাবে চলার পর সুলভ শৌচাগারটি ঠিকমতো পরিচর্যার অভাবে বিশেষ করে পুরুষ শৌচাগারটির এমন পরিস্থিতি হয় সাধারণ মানুষ সেখানে দুর্গন্ধে ঢুকতেই পারত না। এই শৌচাগারটির নিচে একটি খাল আছে সেটারও জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় শৌচাগারটিতেও জলের অভাব হচ্ছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় পুরুষ শৌচাগারটি আর এখন ব্যবহারযোগ্য নয়। শৌচাগারের মধ্যে ব্যাপক জঞ্জাল এবং মদের বোতল জড়ো হয়েছে। শৌচাগারটির দরজাও ক্ষতবিক্ষত। মহিলা শৌচাগারটির দরজা বন্ধ থাকলেও ভিতরের কি অবস্থা তা জানা সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ বাওয়ালি ট্রেকার স্ট্যান্ড একটি জনবহুল এলাকা। এলাকার মানুষদের দাবি, অবিলম্বে বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ২টি শৌচাগারের সংস্কারের ব্যবস্থা করুক। যাতে পথ চলতি সাধারণ পুরুষ মহিলারা এই শৌচাগার দুটি ব্যবহার করতে পারে। এবং এই শৌচাগার ২টি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন লোককেও দায়িত্ব দেওয়া হোক। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি জানান, 'বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত আছি, কথা দিচ্ছি খুব দ্রুত এই শৌচাগার ২টির সংস্কার করে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে।' ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সদস্য সজল আদক এই প্রসঙ্গে জানান, আমরা সমস্ত বিষয়টি বিডিও সহ উর্দ্ধতন আধিকারিকদের লিখিতভাবে জানিয়েছি। সুলভ শৌচালয়ের দ্রুত সংস্কার না হলে আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। এই বেহাল শৌচাগার প্রসঙ্গে বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বিডিও শুভব্রত চক্রবর্তী জানান, 'ইতিমধ্যেই ওই বেহাল শৌচাগার নিয়ে স্থানীয় সাউথ বাওয়ালি পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা হয়েছে। খুব শীঘ্রই পঞ্চায়েত থেকে শৌচাগার দুটির সংস্কার করা হবে এবং দক্ষিণ বাওয়ালিতে যে বাজার ব্যবসায়ী কমিটি আছে তাদের হাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তুলে দেওয়া হবে।

মিড ডে মিলে পুকুরের জলই ভরসা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন : সুন্দরবনের বহু এলাকায় রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। গরম পড়তেই তা কয়েকগুন বেড়ে গিয়েছে। সেজন্য স্থানীয়দের ভরসা পুকুরের জল। এমনই অভিযোগ মথুরাপুর ২নং ব্লকের নগেন্দ্রপুরের পূর্ব শ্রীধরপুরের স্থানীয় বাসিন্দাদের। এলাকায় স্কুলের একটি পানীয় জলের কলও ছিল। সেটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পুকুরের জল দিয়েই শিশুদের জন্য রান্না করা হচ্ছে মিড ডে মিল। এমনকি বাসনপত্র মাজা, শিশুদের হাতমুখ ধোয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হচ্ছে সেই পুকুরের জল। এব্যাপারে মথুরাপুর ২নং বিডিও নাজির হোসেন বলেন, 'জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি দ্রুত সমাধান করা হবে।' এব্যাপারে স্থানীয়দের অভিযোগ, স্কুলের এই পানীয়জলের কল ছাড়া আশেপাশের এলাকাতেও কোনও কল নেই। বেশ কিছুটা দূরে একটি মাত্র টিউবওয়েল রয়েছে। তার উপরে নির্ভরশীল বহু মানুষ। বর্তমানে গোটা গ্রামেই জল সঙ্কট এখন তীব্র।

বাধ্য হয়েই পুকুরের জল ব্যবহার করতে হয়। ঘটনাটি ঠিক কি তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পানীয় জলের জোগান ঠিক আছে। তবে অনেক সময়ে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় জল পাওয়া যায় না। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এক তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : নরেন্দ্রপুরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হল অনুপ পৈলান নামে এক তৃণমূল কর্মী। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ২৬ মার্চ রাতে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে বেড়াতেন। তার বিরুদ্ধে এলাকায় তোলা আদায়, সাট্টা এবং জুয়ার ঠেক চালানো সহ একাধিক থানায় সমাজবিরোধী কাজকর্মের অভিযোগ ছিল। নরেন্দ্রপুর থানার এসআই শান্তনু ব্যাধ গোপন সূত্রে খবর পান, অনুপের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা আছে। এরপর তার নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম রানাভুতিয়া গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পিছনে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে ৩ টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৬ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে। ধৃতকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়, নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। তবে এবিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

নম্বর প্লেট বিহীন ট্রাক্টর সহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : ইন্দাস থানার খোশবাগের শুকোপুকুর মোড় থেকে অবৈধভাবে বালি বোঝাই একটি নম্বরবিহীন ট্রাক্টরকে আটক করেছে পুলিশ গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালককে। চালকের নাম রাজু মাঝি, বাড়ি ইন্দাস থানার পাত্রগাতী এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২৬ মার্চ বিকেলে ইন্দাস থানা অঞ্চলে একটি নম্বর প্লেট বিহীন ট্রাক্টরে কোনরকম বৈধ–নথি ছাড়াই বালি পাচার করছিল রাজু মাঝি। এবার ইন্দাস থানার খোশবাগের শুকোপুকুর মোর সংলগ্ন এলাকায় ট্রাক্টরটি নজরে আসে ইন্দাস থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক অফিসারের। ট্রাক্টরের নাম্বার প্লেট না থাকায় তার সন্দেহ হয়। বালি পাচারের বৈধ নথি দেখতে চাইলে চালক তা দেখাতে পারেনি। এরপরেই ওই বালি বোঝাই ট্রাক্টরটি আটক করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় চালককে। অভিযুক্তকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

কৃষি সরঞ্জাম বিলি নিয়ে শাসক কোন্দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি সরঞ্জাম বিতরণ নিয়ে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠির মধ্যে বিবাদ কে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ালো গোসাবা ব্লকে।ঘটনায় সরকারী এক আধিকারিক কে হেনস্থা ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের গোসাবা বিকাশ কেন্দ্রে।ঘটনায় উত্তেজনার পারদ চরমে ওঠায় সামাল দিতে ময়দানে নামে গোসাবা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

গোসাবা ব্লকে কৃষকদের জন্য সরকারিভাবে বেশকিছু কৃষি সরঞ্জাম বিলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ মার্চ কৃষি সরঞ্জাম বিলি করা হয়। এরপরই দেখা দেয় সমস্যা তড়িঘড়ি বন্ধ করা হয় অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য গোসবা ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের ২ গোষ্ঠী রয়েছে। একটি বিধায়ক ঘনিষ্ট ও অপরটি জেলা পরিষদ উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মণ্ডল ঘনিষ্ট। বিধায়ক পক্ষের লোকজনকে কৃষি সরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে অনিমেশ ঘনিষ্ট লোকজনকে কৃষি সরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ ওঠে। বুধবার কৃষি সরঞ্জাম চেয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের গোসাবা বিকাশ কেন্দ্রে ঢুকে পড়ে অনিমেশ ঘনিষ্ট লোকজন। তাদের সাথে সরকারি আধিকারিক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বচসা হয়। আধিকারিককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্তরা। এছাড়াও ঘটনা প্রসঙ্গে সরকারি আধিকারিক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন 'তাকে কোনপ্রকার মারধর করা হয়নি।'

অন্যদিকে বিধায়ক ঘনিষ্ট গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি কৈলাশ বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'যে সমস্ত কৃষকরা কৃষি সরঞ্জাম নিতে এসেছিল, গোসাবা পঞ্চায়েতের নির্দল সদস্য বিকাশ নস্কর ও বেশকিছু লোকজন কৃষকদেরকে বের করে দেয়। পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকের উপর চড়াও হয়ে মারধর করে হেনস্থা করে। ভয়ে মুখ খুলছেন না সরকারি আধিকারিক। ঘটনাটি একেবারেই আশাপ্রদ নয়। বিধায়ককে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে। দলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য।'

গোসাবা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিকাশ নস্কর জানিয়েছেন, 'দলের মধ্যে বিজেপি আশ্রিত বেশকিছু বিভীষণ আত্মগোপন করে রয়েছে। তারা বিজেপির হাত শক্ত করতে তৃণমূল কংগ্রেসকে শেষ করে দিতে এমন বদনাম রটাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে কোন গোষ্ঠি নেই,

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

পুলিশের ফুটপাত দখল

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মহানগরীর বড় বড় সড়ক ও বাজারের আশেপাশে ফুটপাত দখল করে হকার স্টল গজিয়ে উঠেছে। এতদিন দেখছিলাম রাজনৈতিক দলের পাণ্ডারা এবং ধান্দাবাজরা হকার স্টল বসানোর প্রধান উদ্যোক্তা। অবশ্য তাদের আয়ের বখরা পুর ও পুলিশ কর্মচারীরাও নিয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি নিউ মার্কেট অঞ্চলে দেখা গেল পুলিশ স্বয়ং হকার স্টল বসানোর জন্য ফুটপাত দখলে লেগে গেছে। আর পুর প্রশাসক শ্রীশিব প্রসাদ সমাদ্দার বাধা দেওয়াতে পুলিশের হাতে নিগৃহীত হলেন। বেআইনীভাবে ফুটপাত দখল করা, হকার স্টল ভাঙ্গার পুলিশী অভিযান আগে অনেকব্বার দেখেছি। কিন্তু ঐ লোক দেখানো অভিযান সম্পর্কে তখন তলিয়ে চিন্তা করিনি।

কিন্তু নিউ মার্কেটের ঘটনায় পুলিশের ফুটপাত দখলের সক্রিয় ভূমিকা দেখে ভালভাবে উপলব্ধি করলাম পুলিশের সামাজিক চেতনা জেগেছে। তাই সমাজসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুলিশ গরীব হকার ভাইদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই মনে হয় ফুটপাত থেকে হকার উচ্ছেদ অভিযানে পুলিশের লাঠি হকার ভাইদের মাথায় পড়লেও মাথা ফাটবে না।

৯ম বর্ষ, ২৯ মার্চ ১৯৭৫, শনিবার, ১৮ সংখ্যা

দাঁইহাটে থানার প্রস্তাব জায়গা খুঁজতে ব্যস্ত পুরসভা

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী শহর দাঁইহাটে একটি থানা তৈরির প্রস্তাব এসেছে। এজন্য কমপক্ষে ২ একর জমি প্রয়োজন। এই বিশাল পরিমাণ জমি জোগাড়ের দায়িত্ব পড়েছে পুরসভার ঘাড়ে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই পরিমাণ জমি জোগাড়ে দাঁইহাট পুরসভা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে হয়তো থানার প্রস্তাব শহর থেকে অন্যত্র চলে যেতে পারে। যেকারণে পুর ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী ১৫০ বছরের বেশি পুরোনো পাশাপাশি দুই শহর কাটোয়া এবং দাঁইহাট। কাটোয়া থানার অধীনে দাঁইহাট শহরে দীর্ঘদিন ধরে একটি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। এই পুলিশ আউট পোস্টটি দাঁইহাট শহর এবং সংলগ্ন একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ অংশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে। কিন্তু, সুবিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা কাটোয়া থানার ওপরে ক্রমশ চাপ বাড়তে থাকায় প্রশাসন কাছাকাছি আরও একটি থানা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, পুরভবন সংলগ্ন দাঁইহাট পুলিশ ফাঁড়িকে কেন্দ্র করে এই থানা গড়ে তোলার প্রস্তাবটি অগ্রাধিকার পায় এবং সেজন্য একাধিকবার সংশ্লিষ্ট মহলে ফাইল চালাচালিও হয়েছে।কিন্তু, একটি থানার জন্য সার্বিকভাবে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে যে পরিমাণ জায়গা প্রয়োজন তা দাঁইহাট পুলিশ ফাঁড়িতে নেই।ফলে নতুন করে জায়গার খোঁজ শুরু হয়।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ২৮ মার্চ বেলা ১২টা নাগাদ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পনের তীব্রতা খুব বেশি না হলেও নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাসিন্দারা আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শঙ্খ ধ্বনি দিতে থাকে। সুন্দরবনের বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলি, ক্যানিং, সন্দেশখালি, কাকদ্বীপ, জয়নগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা এলাকায় কম্পন অনুভুত হয়। এই অঞ্চলে কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আফটারশক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জনগণকে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ঝাঁটিপাহাড়িতে রেল অবরোধ

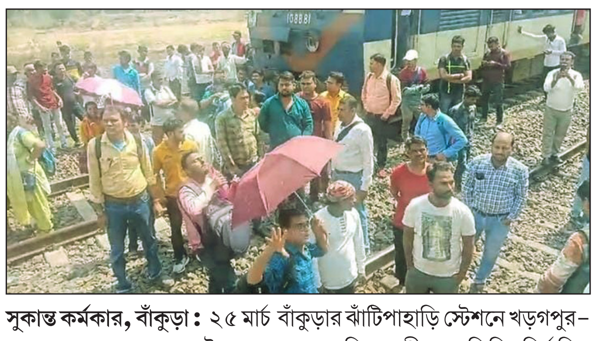

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : ২৫ মার্চ বাঁকুড়ার ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশনে খড়গপুর–আসানসোল ভায়া আদ্রা ট্রেন অবরোধ করে নিত্যযাত্রীরা। প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে আসা, পরিষেবার নিম্নমান এবং অন্যান্য অভিযোগ তুলে যাত্রীরা ট্রেন আটকে রেল অবরোধ করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। অবরোধকারীরা ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক করতে অবিলম্বে পদক্ষেপের দাবি জানান। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ এই বিষয়ে বারবার রেল কর্তৃপক্ষকে বলা হলেও কোন সুরাহা হয়নি, অনেক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা এই ট্রেনে নিত্যদিন যাতায়াত করে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্কুলে পৌঁছাতে দেরি হয়, কথা শুনতে হয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তাই নিত্যযাত্রীরা তারা বাধ্য হয়ে এই ট্রেন অবরোধ করেছে। প্রায় ১২টা পর্যন্ত এই দিন এই অবরোধ চলে, এরপর ঘটনাস্থলে জিআরপি, আরপিএফের পুলিশ বাহিনী এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ ওঠে। এর পর স্বাভাবিক হয় রেল যোগাযোগ।

রেল গেটের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ মার্চ দুপুরে রেল গেটের দাবিতে কাকদ্বীপের উকিলের বাজার রেল স্টেশনে অবরোধ করল ছাত্রছাত্রীরা। জানা গিয়েছে, উকিলের বাজার রেলস্টেশনের সামনে দিয়ে একটি পিচের রাস্তা চলে গিয়েছে। ওই রাস্তার ওপারে প্রায় ১০ হাজার পরিবার রয়েছে। এছাড়াও এই রাস্তাটি পাথরপ্রতিমার সঙ্গে উকিলের বাজারের সংযোগের রাস্তা। স্থানীয়দের অভিযোগ, মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই রাস্তাটির দুপারে মাটি কেটে গভীর দেওয়া হয়েছে। এমনকী দুটি করে লোহার ব্যারিগেট তৈরি করা হয়েছে। মূলত ট্রেন লাইন পেরিয়ে কোন মানুষ না যাতায়াত করতে পারে, সেই লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তারপর থেকেই ১২টার নামখানাগামী লাইন আটকে বিক্ষোভ এলাকাবাসী ও স্কুল ছাত্রছাত্রীদের। দীর্ঘক্ষণ চলার পর খবর পেয়ে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন তারপরে তাদেরকে নিয়ে উকিলের হাট স্টেশনে থাকা কর্মরত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সুরাহা না হওয়ায় চলতে থাকে বিক্ষোভ। অবশেষে খবর পেয়ে পূর্ব রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরপিএফের একটি বিশেষ টিম। তাদের দাবি শুনে আরপিএফের আধিকারিকরা উচ্চতর আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে আসে, যে মানুষের চলাচলের জন্য যে রাস্তা ছিল পুনরায় সে রাস্তা করে দেওয়া হবে। তবে এই মুহূর্তে সেই রেলগেট তৈরি করা অসম্ভব। বিক্ষোভকারীদের দাবি প্রতিবারই এধরনের প্রতিশ্রুতি দিলেও আদতে কাজ কিছু হয় না। রেল গেট না পেলে ভবিষ্যতে তারা আবারও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়।

বিদ্যালয়ে স্বামীজী ও বিদ্যাসাগরের মূর্তি উদ্বোধনে মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : বিষ্ণুপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ও বিদ্যালয়ে সিসি ক্যামেরার উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাগরের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহ–সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান, উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মূর্তির উদ্বোধনের পাশাপাশি গুণী ব্যক্তিদের সম্মাননা ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী। এর হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনটিকে আমরা বেছে নিয়ে এই মূর্তির উদ্বোধন করলাম এর পাশাপাশি স্কুলের বাইরে থেকে ক্লাস রুম সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে সেই টিভি ক্যামেরার উদ্বোধন করা হল। দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে এই বিদ্যালয়ে রয়েছে একটু একটু করে বিদ্যালয় এর পঠন পাঠন থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের মান বাড়িয়ে চলেছে। স্কুলের এখনো অনেক পরিকাঠামো বাকি রয়েছে এখন যা কিছু করতে হচ্ছে ঋণ নিয়ে করতে হচ্ছে, মন্ত্রী ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে বলেছেন আজকের শিক্ষকরা খুব আশাবাদী। আমাদের

পাশাপাশি এই স্কুলের সিসিটিভি থেকে শুরু করে একাধিক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। এমনকী মন্ত্রী জানান এই স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে যাতে তারা এগিয়ে যায় সেই লক্ষ্যে দুটো কম্পিউটার স্কুলের জন্য কিনে দেবেন মন্ত্রী। এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর প্রধান শিক্ষক স্বদেশ মণ্ডল জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সাগর চক্রের অন্যতম বিদ্যালয় এই বিদ্যালয় বর্তমান দিনে স্কুলের পঠন পাঠন ও পরিকাঠামো নিয়ে উঠছে প্রশ্ন তখন বিষ্ণুপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পঠন পাঠন পরিকাঠামো বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম নিয়ে থাকে। আধুনিক শিক্ষার প্রযুক্তি দরকার স্মার্ট ক্লাস রুম বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আরো অর্থের প্রয়োজন তাই সরকারের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। সরকারের কাছে আবেদন এই বিদ্যালয়ে যদি সরকারের সাহায্য পাই তাহলে এই বিদ্যালয়কে আমরা স্বপ্নের বিদ্যালয়ে গড়ে তুলতে পারবো।

চাঁদ সওদাগর সহ সাপের কামড়ে আক্রান্ত ৪

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া গ্রামের বাসিন্দা, পেশায় অভিনেতা মনোহর হালদার। মনসার ভাষান পালা–গানে চাঁদ সওদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কেউটে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে চাঁদ সওদাগর বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, তার বাম হাতে কামড় দিয়েছিল বিষধর কেউটে সাপ। প্রথমে ওঝা–গুণীন। পরে বেগতিক বুঝে হাসপাতালে। তার দাবি, শৌচাকর্মের জন্য মাঠে যেতেই বামহাতে কেউটে সাপ কামড় দেয়। তবে প্রতিবেশীদের দাবি, সে মনসার পালাগান করেন জীবন্ত সাপ নিয়ে। সেই সাপ কামড় দেওয়ায় জখম হয়।

অন্যদিকে, জয়নগরের গোচরণ এলাকার অন্তঃস্বত্বা অর্পিতা সরদারের হাতে বিষধর কেউটে সাপ কামড় দিলে সময় নষ্ট না করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অন্যদিকে, ক্যানিংয়ের দাঁড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা এক বধূকে কেউটে সাপ কামড় দেয়। প্রথমে ওঝা ও পরে হাসপাতালে নিয়ে আসে। অপরদিকে জয়নগরের ধোষা গ্রামের রাজদীপ মণ্ডল নামে এক শিশুর সাপে কামড় দেয়। তাকে তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। একাধিক ব্যাক্তি সহ অন্তঃস্বত্বা বধুকে সাপে কামড় দেওয়া প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্পবিশেষজ্ঞ ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, 'সাপ চোখে দেখে না, কানেও শোনে না। ফলে কাউকে চিনে কামড় দেয় না। এছাড়া সাপে কামড় দিলে ওঝা–গুণীনের কাছে যাওয়া মানে বিপদকে আরো তড়িঘড়ি ডেকে আনা। এছাড়াও শিশু কিংবা গর্ভবতী মা হোক, প্রত্যেককে একই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়।'

অন্ধকার হলেই বাড়ে পাটুনিদের জুলুমবাজি

অভীক মিত্র : সন্ধ্যা নামার পর থেকে যত রাত বাড়ে তত বাড়ে পাটুনিদের জুলুমবাজি– এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ গোহালিয়াড়া গ্রামপঞ্চায়েতের বক্রেশ্বর মহাশ্মশানের পাটুনিদের বিরুদ্ধে। দুবরাজপুর, সিউড়ি, খয়রাশোল, রাজনগর ব্লক ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকেও বহু মানুষ মৃতদেহ দাহ করার জন্য বক্রেশ্বর মহাশ্মশানে আসে। রাত ৮টা নাগাদ ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নলা এলাকা থেকে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ দাহ করার জন্য মৃতের পরিজনদের কাছে ৪ হাজার টাকা এবং ৪ বোতল মাদক দাবি করে পাটুনিরা। এক প্রস্থ বচসা হওয়ার পর মাদকসমেত ২৫০০ টাকায় রফা হয় দাহ করার জন্য। আবার জানা যাচ্ছে, সন্ধ্যা ৭:৩০টায় আমোদপুর থেকে আসা মৃতদেহ দাহ করার জন্য ৩৫০০ টাকা এবং তিন বোতল মাদক দাবি করে পাটুনিরা। এরপর মাদকসমেত ২৩০০ টাকায় রফা হয়। এই রকম উদাহরণ আছে প্রচুর। শবদেহ দাহ করতে আসা রাজনগরের সুকুমার রায়, নলার সুভাষ মণ্ডল, আমোদপুরের সুজয় বাগদী, খয়রাশোলের বৃন্দাবন দাসেরা অভিযোগ করে বলে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকার জন্যই পাটুনিদের এইরকম জুলুমবাজি। প্রশাসনের কড়া হাতে এটা মোকাবিলা করা দরকার। বক্রেশ্বর মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি হয়ে গেলে পাটুনিদের জুলুমবাজি বন্ধ হয়ে যাবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাটুনিদের দাবি, প্রত্যেক মাসে পঞ্চায়েত থেকে হাঁক হয় সেখানে প্রতিমাসেই দর বাড়ছে। সেই অনুযায়ী আমরা টাকা দাবি করি। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, 'শ্মশানের যে ডেভেলপমেন্ট করা প্রয়োজন সেটা না করে তার

অর্থ কাটমানি হিসাবে কোনো নেতার পকেটে ঢুকেছে। মৃতদেহ দাহ করার জন্য নির্দিষ্ট দর বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন যাতে মৃতদেহ দাহ করতে আসা লোকজনদের সুবিধা হয়। প্রশাসনের নজরদারি করা প্রয়োজন।' বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ বলেন, 'লিখিত অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' দুবরাজপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাজা আদক বলেন, 'কয়েক মাস আগে মিটিং করে শবদেহ দাহ করার জন্য ৫০০ টাকা দর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। রেট চার্ট টাঙানো হয়েছিল। পরে সেটা ছিঁড়ে দেয়। এই বিষয়ে আমি গ্রামপঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলছি।' গোহালিয়াড়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম মণ্ডল বলেন, 'বিভিন্ন জায়গা থেকে পাটুনিদের জুলুমবাজির অভিযোগ আমার কাছে আসছে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মরা এলে ৪ হাজার টাকা পর্যন্ত চায়। রসিদ বইয়ে ৫০০ টাকা লেখা থাকে তারমধ্যে গ্রামপঞ্চায়েত শবদেহ পিছু ১০০ টাকা এবং পাটুনিরা শবদেহ পিছু ৪০০ টাকা করে নেয়। তাতেও তাদের আঁস মিটছে না। গ্রামপঞ্চায়েতের ৫০০ টাকার ছাপানো রসিদ বই নিয়ে পাটুনিরা জুলুমবাজি করছে। এদের জুলুমবাজিতে বহু মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে বক্রেশ্বর মহাশশ্মানে মরা পুড়াতে আসছে না। জেলাকে চিঠি করেছি। কয়েকদিনের মধ্যেই বিডিওকে নিয়ে এইবিষয়ে মিটিং–এ বসবো।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২৯ মার্চ – ৪ এপ্রিল, ২০২৫

আইকন কী কম পড়িয়াছে

সত্যজিৎ রায়ের ভুবন খ্যাত চলচ্চিত্র গুপী–গাইন বাঘা বাইনের সেই অসাধারণ সংলাপ রাজকন্যা কি কম পড়িয়াছে অনুসঙ্গে আজ বলতে হয় এদেশে কি আইকনের অভাব কম পড়িয়াছে!

ইদানিং রাজ নৈতিক দলগুলির মধ্যে আইকন খোঁজার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। একসময় বিভিন্ন রিয়ালিটি শো–তে দেখা যেত খেলোয়াড়, গায়কদের আইকন–আইডল হিসাবে তুলে ধরার খেলা। বাণিজ্যিক স্বার্থেই কোম্পানিগুলি নানা টিভি চ্যানেলে এই অনুষ্ঠানগুলি করতেন এবং ফ্যান ফলোয়ারদের নিয়ে সারাবছর ভোর চলত প্রতিযোগিতার আসর। মোবাইলে ভোট দিয়ে আইকন বানানোর বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় বহু সাধারণ মানুষ বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায় আবেগ তাড়িত হয়ে জড়িয়ে পড়তেন। সম্প্রতি এমন ভাবনা চিন্তায় একটু ভাটা পড়েছে। করোনা পর্বের পর এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিউজ চ্যানেলগুলি ভোটের আগে জনমত যাচাইয়ের স্বার্থে অনেক সময় ইস্যুভিত্তিক মোবাইল ফোন ভোট করে থাকে।

আইকন সৃষ্টির এই সহজলভ্য পথ আগে শাসকঅনুগত ঐতিহাসিকদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। দিন বদলায় শাসক বদলায় পাঠ্যপুস্তকে অতীতের আইকন অতীত হয়। আগমন ঘটে নতুন আইকনের এবং তার জীবনী পড়ানো হয়। প্রতিবেশী বাংলাদেশ এমন মন্থন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে চলেছে। এ বাংলা কিংবা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি এবং তাদের সহমর্মি সংস্থাগুলি হঠাৎই ঔরঙ্গজেব, দাড়াশিখো, নিবেদিতা, মার্কস–লেলিন ইত্যাদি মানুষজনকে নিয়ে দেশের আইকন হবার প্রতিযোগিতায় তাদের নামিয়েছেন। ইতিহাস শাসকের কথা বলে। শাসকের ইচ্ছায় মূলত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় তবে সৃষ্টি হয় কালের উত্থান পতনে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে অখণ্ড বাংলার মানুষকে আত্মত্যাগ করার জায়গা নেই। বাংলার বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি চিরকালীন আইকন। যারা ভারতকে পথ দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষের বর্তমানে স্বাধীনতা অগ্রদূত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। নেহেরু কিংবা গান্ধীজিকে প্রায় গায়ের জোরে রাজনৈতিক প্রভাবে আইকন বানালেও বাস্তবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুই ভারতের আইকন। বিদেশি ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদরা ভারতের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে একমাত্র নেতাজিকেই স্বীকার করেছেন স্পষ্ট ভাষায়। ইতিহাস সেই শাশ্বত সত্যকেই স্বীকার করে মর্যাদা দেয়। ছত্রপতি শিবাজী, রানা প্রতাপ, বিক্রমাদিত্য নিশ্চয়ই পথ দেখিয়েছেন এবং ব্যতিক্রমি ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষের মতো বহু সংস্কৃতি এবং বহু ধর্মের দেশে হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে যে সংগ্রাম এবং ত্যাগের অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তা বিশ্ব ইতিহাসে দুর্লভ। রাজনৈতিক দলগুলির এই আইকন উপলব্ধি যত দ্রুত আসে ততই মঙ্গল।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

দেশ–কাল হতে আত্মার অন্তর্ধানকে বলে মৃত্যু, সুতরাং মৃত্যুর এই স্বরূপ জানলে, তা ভয় ও শোকের হেতু হতে পারে না। সেই অনন্ত আত্মাকে স্বীয় দেহে খণ্ডিত ভেবে যে অহঙ্কার–মন অনর্থ ঘটিয়ে চলেছে, তুমি সেই অহঙ্কার পরিত্যাগ কর। অহংভাবই হল মনের শক্তি এবং বাসনার মূল। সমস্ত অনুরাগ ও দ্বেষ অহঙ্কার হতে উৎপন্ন হয়। বাসনা হতে ভ্রান্ত এই জগৎ সৃষ্ট হয়। বাসনা অতি দুর্লঙ্ঘ্য অবিদ্যা। অবিদ্যা যতদিন অজানা থাকে, ততদিন মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাসনা অর্থাৎ অবিদ্যাজর্জর মনঃশক্তির প্রভাবে দীর্ঘস্বপ্নের মত এই অসৎ বিশ্ব সৎ আকারে স্ফুরিত হয়। বাসনার কর্তা হল অলীক ভাবনা। সুতরাং বিচারের দ্বারা বাসনারূপী মনের শক্তিকে হীনবল করতে হয়। মনের বিনাশে ইচ্ছুক ব্যাক্তির সাহায্য মনই করে। বিবেক দ্বারা সংস্কৃত হলে মন তার সঙ্কল্প–বিকল্পভাব পরিত্যাগ ক'রে আত্মায় বিশ্রান্ত হয়, এবং তখনই সমস্ত দুঃখের মূলোচ্ছেদ হয়ে শান্তি লাভ হয়। রাম। তাই মনের উচ্ছেদ করায় তুমি যত্নবান হও। ইত্যবসরে স্বায়ংকাল উদিত হলে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হল। পরদিন প্রভাতে সকলে উপস্থিত হলেন। বশিষ্ঠ বলতে শুরু ক'রলেন, সাগরে তরঙ্গ ওঠার মত ব্রহ্ম হতে মনের উদ্ভব, সেই মনের এতই প্রভাব যে, সে পরকে আপন এবং আপনকে পর, হ্রস্বকে দীর্ঘ এবং দীর্ঘকে হ্রস্ব, ক্ষুদ্রকে বিশাল, বিশালকে ক্ষুদ্র করতে পারে। মনই জগৎ সৃষ্টি করে আবার সংহারও করে। স্থাবর–জঙ্গম, সবকিছুই মনের সৃষ্টি, আবার মনই নিজেকে বিলয় ক'রে জগৎ অপসারণ করে। স্বপ্ন, সঙ্কল্প ইত্যাদি মনের লীলা ভূমিতে গোস্পদের মত ক্ষুদ্র স্থান শত যোজন বিস্তৃত দেখায়, সুদীর্ঘ কল্পকালকে নিমেষ মাত্র এবং নিমেষকে কল্পকাল বোধ করায়। অর্থাৎ দেশ ও কালও মনের অধীন। প্রশ্ন হতে পারে, মন যদি সবই করতে পারে, তবে আমাদের মনে সেই রকম শক্তি দেখা যায় না কেন। তার কারণ এই যে, গুণ ভেদে মনঃশক্তির তারতম্য হয়ে থাকে। রজঃগুণের প্রাধান্যে মনের শক্তি বৃদ্ধি, তমোগুণের প্রাধান্যে শক্তিমান্দ্য ঘটে। তাছাড়া খাদ্য, তপস্যা, সংস্কার ইত্যদির তারতম্যে সকলের মনঃশক্তির সমান প্রকাশ দেখা যায় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

সংকটে ভারসাম্য

সেভাবে পরিযায়ী পাখির দেখা মিলল না সাঁতরাগাছি ঝিলে, পক্ষী বিশেষজ্ঞরা ভেবেছিলেন, সংখ্যায় কম হলেও ট্রান্স হিমালয়ান পাখি হয়তো আসবে কিন্তু লেসার হুইসলিং ডাক বা দেশীয় সরাল বাদে এবার তেমন পাখির ঝাঁকের দেখা মেলেনি, সাঁতরাগাছি ঝিলে পক্ষী সমীক্ষার রিপোর্ট দেখে হতাশ পাখিপ্রেমীরা

আজকের রাজনৈতিক চর্চায় রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত

নরেন্দ্রনাথ কুলে

ধর্ম নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা যে চর্চা করছেন, তা কি ধর্মযুদ্ধ? যদিও এই যুদ্ধ–চর্চার মধ্যে ধর্মীয় আচরণ বলে কিছুই নেই। আবার ধর্মীয় আবেগ বলতে যা বোঝায় তা ও নয়। আর আবেগের নামে যে চর্চা তাকে ধর্ম বলে না। যদিও এই চর্চায় কোনও ধর্মীয় গুরু বা ভক্ত বলতে যা বোঝায় তাঁদেরও অংশগ্রহণ নেই। তবু চর্চা চলছে। এমনভাবে এটা চলছে যেন মনে হয় দেশে একপ্রকার ধর্মীয় সংকট দেখা দিয়েছে। তবে এই সংকট যত না ধর্মীয়, তার থেকে বেশি রাজনৈতিক। রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক নেতারাই যে এই চর্চার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছেন তা পরিষ্কার। রাজনৈতিক নেতারা কেউ কেউ ইদানিং মাঝে মাঝেই ধর্ম সংক্রান্ত খোঁচা পক্ষে বা বিপক্ষে দিয়ে চলেছেন যা কিনা ধর্মীয় আবেগ বা ভাবাবেগে আঘাত বলে শোরগোল উঠছে।

আসলে রাজনৈতিক চর্চাটাই আজ পাল্টে গেছে। হয়তো বা উন্নয়নের এত শিখরে নিজেরা পৌঁছে গেছে যে, সেখানে রাজনৈতিক চর্চার আর প্রয়োজন নেই। তাই হয়তো ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁদের বিশেষত্ব জাহির করতে হচ্ছে। অথচ গান্ধীজী, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ সকলেই বলেছিলেন যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ধর্মের স্থান হতে পারে না। তাঁরা সকলেই রাজনীতির সাথে ধর্মের মিশ্রণের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু আজকে সেটিই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। ধর্ম থেকে জাত–পাত–বর্ণ সবকিছু আজ রাজনীতির হিসেব। তাই সেই প্রচার কোথাও ব্যাঙ্গাত্মক আবার কোথাও বিদ্রূপাত্মক। তাদের এই প্রচার কৌশলে অজ্ঞ জনসাধারণ থেকে বিজ্ঞ ও বিশিষ্টজনেরা চর্চার যুক্তি বা

অযুক্তির জালে জড়িয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক নেতাদের এমন ধর্মীয় ব্যাখ্যা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়না ঠিকই, তবু সবাই তাদের ব্যাখা প্রসঙ্গে পক্ষে বিপক্ষে মতামত দিতে ব্যস্ত। আর সেই মতামতে একটা বিভাজনের ভিত্তি ক্রমশঃ শক্তিশালি হচ্ছে। এই মূহুর্তে গ্যাস, পেট্রল, ডিজেল থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের দাম অগ্নিমূল্য। দেশে বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আর কয়েক দিনের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হলেও তাঁর পরিবারসহ জীবনভোর পেনশনের সুবিধা ভোগ করবে। নিয়ম করে তাদের বেতন, ভাতা, পেনশন বাড়বে। মানুষ তা নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেয় না। তারা মজে আছে ধর্ম বিতর্কে। এমনকি রাজনৈতিকভাবে অগ্নিশর্মা হতে দেখা যাচ্ছে পরস্পরবিরোধী ধর্মীয় ব্যাখ্যায়। আসলে রাজনীতির ধর্মীয়করণ বা ধর্মের রাজনীতিকরণ যাই বলা হোক না কেন, আজকে তা স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। সবথেকে বড়ো কথা হল একটা রাজনৈতিক নেতার কথায় যদি ধর্ম বা দেবতা ছোটো হয়ে যায় তাহলে সেই নেতাই ত বকলমে বড়ো হয়ে গেল। মানুষকে বিচার করতে হবে এই ধরণের নেতারা কি আদৌ বড়ো? বড়ো মানে বড়ো মাপের মানুষ। এঁদেরকে কি তা বলা যায়? সমাজ ও মানুষকে এই রাজনৈতিক নেতারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে কি? এই প্রশ্ন তাঁদের রাজনৈতিক চর্চা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেয় । রাজনৈতিক চর্চা মানুষের জীবন জীবিকার মানের উন্নয়নের সাথে সাথে সুস্থ সাংস্কৃতিক মনন গঠনের চর্চা করে। এই রাজনৈতিক নেতাদের মন্তব্য তা কি প্রমাণ করে? তাঁদের এই মন্তব্য তা প্রমাণ করে না। তাহলে তাঁদের রাজনৈতিক চর্চার এটা ব্যর্থতা না প্রচেষ্টা যা তাঁদের সংঘটিত চর্চারই ফল বলে ধরা যেতে পারে কি ? মানুষের জীবন জীবিকার মান নিয়ে এখন রাজনৈতিক নেতারা তাহলে এতই সন্তুষ্ট যে তাঁরা তা নিয়ে আর বেশি চর্চা করে সময় নষ্ট করতে পারে না । আর যেটুকু করে যেন মনে হয় প্রতি নির্বাচনে এলেই তার সব সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সেই সমাধান আসলে যে কি তা পরে বোঝা যায়।

মানুষ বুঝতে না পারুক, কিন্তু নেতারা বোঝে। নেতারা বোঝে বলেই প্রতি নির্বাচনে উন্নয়নের জন্য তাঁদের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। তবু তাঁদের রাজনীতি মানুষের জীবন সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে ব্যর্থ থেকে যায়। তাদের এই ব্যর্থতা মানুষের চোখে ধরা পড়ার আগেই মানুষের দৃষ্টি ঘুরে যায় অন্য দিকে যা তারা ঘুরিয়ে দিতে পারে অনায়াসে। সেই দিকটি হল আজকের রাজনীতি বহির্ভূত চর্চার রাজনীতিকরণ। ধর্ম একসময় মানুষের নীতিবোধ তৈরি করতো। অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজোট হতে শেখাতে। সর্বোপরি ধর্ম একসময় মানুষকে পথ দেখিয়েছে। কিন্তু ধর্ম আজকে মানুষকে সেই পথ দেখাতে কি সমর্থ? আজকে ধর্মীয় উন্মাদনায় মানুষের ক্রমশঃ লিপ্ত হয়ে পড়া বলে দেয় এই প্রশ্নের উত্তর। ধর্মের এই ব্যর্থতা আজকের রাজনীতিকে মজবুত করছে। যে রাজনীতি মানুষের সুস্থ সাংস্কৃতিক মনন গড়তে ব্যর্থ। যে রাজনীতি মানুষকে প্রকৃত পথ দেখাতেও ব্যর্থ। যদিও রাজনীতির এই ব্যর্থতা রাজনৈতিক ঢক্কানিনাদে ঢাকা পড়ে যায়। মানুষ বিভ্রান্ত।

ভিসার ছাপ না মিললে সমস্যা সমাধানে অক্ষম পাসপোর্ট দপ্তর

সুবীর পাল

এ যেন বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা উপমার সার্থকতম উদাহরণ। এ যেন দেশীয় পাসপোর্ট দপ্তর আর ভিনদেশী ভিসা কেন্দ্রের চলতে থাকা এক নজীরবিহীন অন্তর্ঘাত। যা বহমানও। সঙ্গে সমস্যা জিইয়ে রাখার অদ্ভুত আঁতুরঘরও। এহেন অন্তর্দ্বন্দ্বের জেরে আমজনতা বনে যায় স্রেফ ইগো খাঁচায় বন্দি হয়ে যাওয়া ব্রয়লার মুরগি। এখানে অনুশাসনই সর্বস্ব কিন্তু সহায়তায় ঠুঁটো জগন্নাথ।

কোনও দেশের ভিসা পেতে গেল নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকদের পাসপোর্ট থাকাটা অতি আবশ্যক। তবেই মিলতে পারে অন্য দেশের ভিসা। অন্যথায় আইন মেনে ভিন দেশে ঢোকা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। অবশ্য বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আছে। তবে সাধারণ পর্যায়ে এই বিধির শিথিলতা বিশ্বের কোথাও কোনওভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

ভারতেও একই নিয়ম বলবৎ রয়েছে বরাবরই। তাই দেশের নাগরিকদের পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে রয়েছে ভারতীয় পাসপোর্ট দপ্তরের কঠোরতম অনুশাসন। আর এই অনুশাসনের হাল হকিকৎ পর্যালোচনা করতে একটি আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছিল গত বুধবার। মহানগরের একটি বণিকসভা এই আলোচনার আয়োজন করেছিল কলকাতাস্থিত নিজস্ব দপ্তরে। সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, ত্রিপুরা আন্দামান ও নিকোবরের দায়িত্ব প্রাপ্ত আঞ্চলিক পাসপোর্ট অধিকর্তা আশিস মিদ্দা।

আলোচনায় অংশ নিয়ে আশিস মিদ্দা বলেন, ‘আজকাল ভুয়ো আবেদনকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা সেগুলো পর্যালোচনা করি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যে আবেদনগুলো ভুয়ো হিসেবে চিহ্নিত করি সেগুলোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্য পুলিশকে তদন্ত করার সুপারিশ করি। পুলিশও এবিষয়ে যথাসম্ভব আমাদের সহায়তা করে থাকে প্রচলিত নিয়ম মেনে।'

আশিসবাবু কথা প্রসঙ্গে আরও বলেন, ‘এই ভুয়ো আবেদনের প্রেক্ষিতে আমাদের অফিসারেরাও কেউ কেউ পাসপোর্ট ইস্যু করে ফেলেন। ইচ্ছাকৃত এরকম ইস্যুর সংখ্যা খুব কম। সেরকম হলে ভারত সরকারের আইনানুসারে

তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। আমরাও মানুষ। আমাদেরও ভুল হয়ে যায় কখনও। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। তবুও অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে থাকলে আমরা সবকিছু ফের খতিয়ে দেখে সেইসব পাসপোর্ট বাতিল করে দিই। আর ভুয়ো আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পুলিশে নালিশ জানাই।'

আলোচনা চলাকালীন তাঁর আরও মন্তব্য, পাসপোর্ট ইস্যু করার ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ স্তরের স্বচ্ছতা বজায় রাখার চেষ্টা করি। আবেদনকারীর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ঠিকানা, পরিচিতি, ফটো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় আসল নথির সাহায্যে যাচাই করে দেখি। এছাড়া পুলিশ ভেরিফিকেশন তো আছেই। তবে ইদানিং আমরা আরও একটা নতুন নথি খতিয়ে দেখতে চাইছি। তা হলো প্যান কার্ড। এর পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য হল, যতটা বেশি করে সম্ভব ততটা অতিরিক্ত মাত্রায় নথির মাধ্যমে আবেদনকারীর প্রকৃত সত্যতাকে পরখ করে দেখে নেওয়া।

এই আলোচনা সভার প্রশ্নোত্তর পর্বে উঠে এসেছে এক গুরুত্বপূর্ণ অবাক করা প্রসঙ্গ। সেখানে আশিসবাবুর বক্তব্য, অনেক সময় দেখা যায় অন্য দেশের ভিসা পেতে গেলে কাউকে কাউকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। কারণ ভিসা আবেদনকারীর হাতের আঙুলের ছাপ অন্য দেশের ভিসা কেন্দ্র থেকে মিলিয়ে দেখতে চায় সংশ্লিষ্ট পাসপোর্টে বর্ণিত থাকা হাতের ছাপের সঙ্গে। অনেক সময় তা মেলে না নানা শারীরিক কারণে বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির ফলে। তখনই যারপরনাই তৈরি হয় আবেদনকারীর চূড়ান্ত অসুবিধা। এমনকী কখনও এমন হয়, শুধুমাত্র এই কারণে ভিসার আবেদন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আসলে আমাদের পাসপোর্ট অফিসে থাকা কোনও ডকুমেন্ট আমরা ই–পদ্ধতিতে হলেও কারও সঙ্গেই শেয়ার করি না। ফলে আমাদের পাসপোর্ট হাতে পেয়েও কেউ কেউ অন্য দেশের ভিসা সংগ্রহ করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন, এটা মানি। আসলে আমাদের আইনের পরিসরে আমরা কখনও কখনও নিরুপায় হয়ে যাই সব জেনেও।

তবে এই সমস্যা থেকে সহজতম মুক্তির কি কোনও পথ নেই? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি সোজাসাপটা বলেন, ঠিক এই মুহূর্তে এই সমস্যা সমাধানের কোনও যাদুকাঠি আমাদের হাতে নেই। তবে দেশে ই–পাসপোর্ট প্রণয়ণ করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। আশা করবো তা বাস্তবায়িত হলে এই সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

দেশ দেশান্তরে

খার্তুমকে স্বাধীন ঘোষণা

সুমন্ত ভৌমিক

গত বুধবার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ থেকে দেশটির সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল–বুরহান ঘোষণা করেছেন সুদানের রাজধানী খার্তুম এখন থেকে স্বাধীন। খার্তুম প্রায় ২বছর আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের দখলে ছিল। বুধবার ২ বছর পর খার্তুমে প্রথম সফরে বুরহানকে কামানের আঘাতে জর্জরিত প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে হেঁটে যেতে দেখা যায়। তিনি সামরিক পোশাক পরা ছিলেন। তার সঙ্গে নানা পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তা ও সেনাসদস্য ছিলেন। ২০২৩ সালের এপ্রিলে সেনাপ্রধান বুরহান এবং তার প্রাক্তন ডেপুটি ও র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের নেতা মোহাম্মদ হামদান দাগালো ওরফে হেমেতির মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স দ্রুত রাজধানী দখলে নেয়। ফলে বুরহানের অনুগত কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা লোহিত সাগরের তীরবর্তী শহর পোর্ট সুদানে পালিয়ে যান। সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল–বুরহানই এখন উত্তর আফ্রিকার দেশটির প্রকৃত ক্ষমতাধর নেতা। এক ভাষণে তিনি বলেন, খার্তুম এখন মুক্ত। আমাদের কাজ সম্পন্ন। কেন্দ্রীয় খার্তুমের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ইনস্টিটিউট পুনরায় নিয়ন্ত্রণে নিতে সম্প্রতি অভিযান শুরু করেছিল বুরহানের বাহিনী। রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ হারানো র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের জন্য বড় ধাক্কা। তবে বিশ্লেষকেরা মনে করেন, যুদ্ধ এখন শেষ হয়নি। দেশের দক্ষিণ থেকে নতুন বিদ্রোহী জোটের ঘোষণা দিয়েছে র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স।

ভারতীয় পুঁজিকে স্বাগত জানাই : ঘানার রাষ্ট্রদূত

বিশেষ প্রতিনিধি : ভারতের সঙ্গে ঘানার বৈদেশিক বাণিজ্য আরও প্রসারিত হোক। এটা আমাদের কাম্য। কিন্তু আমরা অনেক বেশি উৎসুক ঘানাতে এসে ভারতীয় পুঁজিপতিরা সরাসরি যেন বিনিয়োগে মনোনিবেশ করেন। ঘানা এখন বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পাশাপাশি দেশব্যাপী উৎপাদনে জোয়ার আনতে আগ্রহী। ভারত আমাদের অন্যতম সহায়ক বন্ধুদেশ। আমরা ভারতীয় পুঁজিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। দিল্লিতে নিযুক্ত ঘানার অস্থায়ী রাষ্ট্রদূত লুইস

কামে ওবেঙ্গ শুক্রবার আচমকা কলকাতা সফরে এসে এমনটাই মন্তব্য করেছেন।

ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন

কল্লোল গুহঠাকুরতা : কিছুদিন আগেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন এবং আশা করা যায় ২০৩১ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবেই অবসর গ্রহণ করবেন।

এবার বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন। গত বুধবার ২৬ মার্চ তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান ওড়িশার রাজ্যপাল হরি বাবু কামভামপতি। ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর রাজভবনে আয়োজিত এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি, ওড়িশার আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন, ওড়িশার রাজস্ব এবং বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী সুরেশ পূজারী এবং আরো অনেক মান্যগণ্য অতিথিবৃন্দ। এর আগে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশ ক্রমে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিচারপিত হরিশ ট্যান্ডনকে গত ২১ মার্চ ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করেন।

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্ট হচ্ছে দেশের মধ্যে একমাত্র হাইকোর্ট, যেখানে রাজ্যপাল হাইকোর্টে এসে প্রধান বিচারপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান। আর দেশের অন্যান্য সব হাইকোর্টেই হবু প্রধান বিচারপতিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজভবনে গিয়ে শপথ নিতে হয়। সুপ্রিম কোর্টের হবু প্রধান বিচারপিকেও রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নিতে হয়।

এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা কি আদৌ সম্ভব

শক্তি ধর

সামনে বিধানসভার নির্বাচন। অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৬ ধারা লাগু বা রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিতে সোচ্চার বিরোধী দল বিজেপি। বিরোধী দলনেতা থেকে শুরু করে তাবড় নেতারা দিল্লিতে দৌড়োদৌড়ি করছেন। রক্তক্ষয়ী নির্বাচনের পরম্পরা বদলাতে বাংলার সাধারণ জনগণও এবার চাইছে নির্ভয় ভোট। সেটা কেন্দ্রীয় বাহিনী হোক বা রাষ্ট্রপতি শাসন, কিছুতেই আপত্তি নেই তাদের। অনেকের আবার ধারণা দুর্নীতি থেকে সন্ত্রাস, একাধিক অভিযোগ থাকা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এড়িয়ে গেয়েছে ৩৫৬ প্রয়োগের দাবি। কংগ্রেস ও বামেরা সেটিংয়ের তত্ত্বে বিঁধছে দুই সরকারি দলকে।

এই রাজনৈতিক হট্টগোলে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে তা হল আদৌ কি এখন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে একটু পিছনের দিকে তাকাতে হবে। যদি নাগরিক অস্থিরতা দেখা দেয় এবং রাজ্য সরকার তা বন্ধ করতে না পারে তখন জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে কেন্দ্রীয় সরকার এই অনুচ্ছেদ লাগু করতে পারে বলে বিধান রয়েছে। আবার এটাও ঠিক যে স্বাধীনতার পর এ দেশে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলগুলি প্রায়শই এই ধারার অপব্যবহার করেছে। ১৯৫০ সালে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য ১৩৪ বার এই ক্ষমতা ব্যবহার করেছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০'র দশকে বিরোধী দলের রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করা জলভাত ছিল। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে ইন্দিরা গান্ধী ৩৯বার রাষ্ট্রপতি শাসন

জারি করেছিলেন। জরুরি অবস্থার পরে একইভাবে ক্ষমতায় আসা জনতা পার্টি কংগ্রেস শাসিত ৯টি রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। সে যুগে রাষ্ট্রপতিশাসন ছিল প্রতিহিংসার প্রতীক। ১৯৯৪ সালে এস আর বোম্মাই বনাম ভারত সরকার মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতি শাসন জারির উপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করার পর এই প্রবণতা কমেছে। এছাড়াও ১৯৮৩ সালে কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্ক সম্পর্কিত সারকারিয়া কমিশনের প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে যে, ৩৫৬ ধারাটি ‘খুব সংযতভাবে, চরম ক্ষেত্রে, শেষ অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা উচিত, যখন অন্যান্য সমস্ত বিকল্প রাজ্যে সাংবিধানিক যন্ত্রের ভাঙন রোধ বা সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়। বিআর আম্বেদকারও বলেছিলেন এটিকে ‘মৃত চিঠি'র মতো ব্যবহার করতে হবে। ফলে যখন তখন ইচ্ছামতো প্রতিহংসাবশত রাষ্ট্রপতি জারি করা এখন সহজ নয়। অনেক ব্যাখ্যা দিতে হবে সুপ্রীম কোর্টকে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও এই যুক্তি সাজাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে এখানে সমস্ত চেষ্টা সত্বেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যদি এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক রিপোর্ট এবং প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে আইন শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে। তা না হলে শুধুমাত্র ভাষণ, হুমকি বা ভয় দেখাবার ছকে কোনও কাজ হবে না। সম্প্রতি সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দু–দুবার বাংলায় তাঁর দল ক্ষমতায় আসবে বলে জানিয়েছেন। তবে তা কোন পথে তা তিনি খোলসা করেননি। আর এখানেই বাংলার জনগণ ভাবতে শুরু করেছে আগামী নির্বাচনের আগেই কেন্দ্র নিশ্চয়ই নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। তবে তা রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনাকে কখনোই উজ্জ্বল করে তোলে না।

মাছের পোনা ছেড়ে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন 'সিফ্রী'র

উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ও সুব্রত মণ্ডল, গুপ্তিপাড়া: ১৭ মার্চ ব্যারাকপুরে গঙ্গায় রুই, কাতলা, বাটা ও মৃগেল মাছের চারা পোনা ছেড়ে ৭৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হল ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অধীন কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য অনুসন্ধান সংস্থায়। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের অধীন আরকেএমভিইআরয়ের উপাধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজ, সিএসআইআরের অধীন যাদবপুরের আইআইসিবির নির্দেশক ড: ভিভা ট্যান্ডন, আইসিএআর–সিএমএফআরআই কোচির প্রাক্তন নির্দেশক ড: গোপালাকৃষ্ণান, কলকাতা আটারির নির্দেশক ড: প্রদীপ দে, সুন্দরবনের কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির সম্পাদক লোকমান মোল্লা সহ আরো অনেকে। এদিন সুদীর্ঘ ৭৮ বছরের কাজ কর্মের খতিয়ান পেশ করেন প্রতিষ্ঠানের নিদেশক ড: বসন্ত কুমার দাস। ১৯৪৭ সালের ১৭ মার্চ এই প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু হয়। এখনো পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ৩জন বিজ্ঞানী পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। মাছ চাষের ও খোলা জলে মাছের বিস্তারের উপর গবেষণা লব্ধ প্রচুর প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও মাছ চাষিদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান। ড: বিভা ট্যান্ডন ও লোকমান মোল্লা সিফ্রীর সারা ভারতবর্ষে খোলা জলে মাছ চাষ বৃদ্ধির জন্যে ভুয়সী প্রশংসা করেন। সিফ্রীর প্রশংসা করে ড: প্রদীপ দে বলেন, 'আজ বিশ্বে ভারতকে অন্তর্দেশীয় খোলা জলে মাছ উৎপাদনে ১ম স্থানে পৌঁছে দেবার জন্যে সিফ্রির বিজ্ঞানীরা যে নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।' স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজ এদিন বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আধ্যাত্মিক জীবন শৈলীকে একত্রিত করার জন্যে সিফ্রির বিজ্ঞানীদের আহবান করেন। এদিন সকালে গঙ্গা পুজো ও গঙ্গায় রুই, কাতলা, বাটা ও মৃগেলের চারা পোনা ছেড়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজ। শান্তির পায়রা উড়িয়ে সকলের শুভ কামনা করে স্বামীজী এই প্রতিষ্ঠানের সকলকে নিজেদের আরো বেশি করে মানব কল্যাণমুখী কাজে ব্যাপ্ত থাকার আহবান জানান।

অন্যদিকে, ১৯ মার্চ হুগলির গুপ্তিপাড়া গঙ্গা ঘাটে চারা মাছ ছাড়ল। পাশাপাশি নদীতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও মাছের উৎপাদন বাড়াতে মৎস্যজীবীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে আলোচনা সভাও হয়। এদিন গুপ্তিপাড়ার গঙ্গায় রুই কাতলা মৃগেল বাটা মাছের প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার চারা মাছ ছাড়া হয়। এ প্রসঙ্গে জানা যায়, নির্মল মিশন গঙ্গা প্রকল্পের আওতায় তৃতীয় পর্ব চলছে, এবং এই তিনটি পর্বে মোট ৯৭ লাখ দেশীয় প্রজাতির মাছ ছাড়া হয়েছে গঙ্গা নদীতে। মাছ ছাড়ার পর নদী পাড়ের মৎস্যজীবী ও সাধারণের মধ্যে এই প্রকল্পের সুবিধা ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন মৎস্য বিজ্ঞানী ড: দিবাকর ভক্ত, ড: অজয় সাহা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। একদিকে নদীর ভারসাম্য গঙ্গা নদীতে মাছের ফলন ও জোগান বৃদ্ধি, অন্যদিকে মৎসজীবী মানুষের জীবন জীবিকা উপার্জনের সুযোগ সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষে অবগত করা হয়। মৎস্যজীবী শশধর ভড়, দিবাকর ভড় বলেন, তারা ও সাধারণ মৎস্যজীবীরা উপকৃত হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গুপ্তিপাড়ার মৎস্যজীবী ও পরিবেশ প্রেমী মানুষজন।

কৃষকদের পাম্প ও স্প্রে মেশিন বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: গরিব, দুঃস্থ, তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত সুন্দরবনের কৃষকদের চাষের কাজের সুবিধার জন্য কুলতলি ও জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের ২৩২ জন কৃষক পাম্প মেশিন ও স্প্রে মেশিন তুলে দেওয়া হল নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচার বায়ো টেকনোলজি বিভাগের সহায়তায় এই কর্মসূচি পালন করে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম। উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী ড. চন্দন কুমার মণ্ডল, ড. প্রবীর কুমার গরাই, ড. মানসী চক্রবর্তী, ড. দীপক রায় সহ একাধিক কৃষি বিশেষজ্ঞ। এ ব্যাপারে ড. চন্দনবাবু বলেন, 'গরিব ও দুঃস্থ তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের কৃষকদের আরো সুন্দরভাবে চাষের জন্য পাম্প মেশিন ও স্প্রে মেশিন এদিন তুলে দেওয়া হয়, পাশাপাশি চাষের গুনাগুন তুলে ধরা হয় ও তার সম্পর্কিত একাধিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। আগামীদিনেও এই ধরনের প্রশিক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান। এই সরঞ্জাম পেয়ে খুশি চাষিরা।'

কৃষি মজুরের সংখ্যা কমছে, গম কাটতে চলেছে মেশিনের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : ভাগীরথী নদী তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলাজুড়ে ব্যাপক পরিমাণে উৎপাদিত গম জমি থেকে কেটে খামারে তোলার জন্য চাষিদের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে।কৃষিমজুরের পাশাপাশি ব্যস্ততা বেড়েছে ভিনরাজ্য সহ ভিনজেলার অসংখ্য দৈত্যাকার মেশিনের (হারভেস্টার)।এই মেশিনগুলির বেশিরভাগই পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলা থেকে এসে ফসল কাটার কাজ করছে।বিশালাকার মেশিনগুলি বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ, শহরের হাটবাজার অতিক্রম করে প্রথমে পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী দাঁইহাট ফেরিঘাট এবং অগ্রদ্বীপ ফেরিঘাটে জড়ো হচ্ছে।তারপর সেখান থেকে শর্টকার্টে ভেসেলে চড়ে ভাগীরথী নদী পেরিয়ে মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলার বিস্তীর্ণ প্রান্তে চলে যাচ্ছে।পাশাপাশি এই দুই জেলার কয়েকটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে মেশিনগুলি চাষিদের চাহিদামতো গম কাটার কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে।প্রতিটি মেশিনের সঙ্গে একজন দক্ষ চালকের পাশাপাশি একাধিক সহযোগী থাকেন। ফেরিঘাট সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেসেলে প্রতিটি মেশিন পারাপারের জন্য কর্তৃপক্ষকে এক হাজার টাকা মাশুল দিতে হচ্ছে।ফিরতিপথেও একই মাশুল লাগে।প্রতি সিজনে এভাবে ৭০–৭৫টি হারভেস্টার ভাগীরথী নদী পারাপার হয়।একটা সময় ছিল যখন ফসল কাটার জন্য এধরনের মেশিনের ব্যবহার ছিল না।কৃষিমজুররাই কাস্তে হাতে মাঠে নেমে পড়তেন।বর্তমানে কৃষিমজুরের সংখ্যা অত্যধিক হারে কমে যাওয়ার কারণে হারভেস্টার সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উন্নত প্রযুক্তিতে সূর্যমুখী চাষের প্রশিক্ষণ নিমপীঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: সর্বভারতীয় সমন্বিত গবেষণা প্রকল্প, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের উদ্যোগে সুন্দরবন এলাকায় আমন পরবর্তী সময়ে সূর্যমুখীকে আরও উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করা ও বাজারজাত করা সহ একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে ২ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির হল নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কীটপতঙ্গবিদ, আলিপুর রেঞ্জের ড. কিংকর সাহা, জয়েন্ট ডিরেক্টর, সিট ড. রামপ্রসাদ দাস, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান তথা সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. চন্দন কুমার মণ্ডল, কৃষি বিশেষজ্ঞ ড. শ্যামসুন্দর লক্ষ্মণ, ড. অভিজিৎ রায়, সায়ন জানা সহ আরো অনেকে। দুদিনের এই প্রশিক্ষণে আতমা প্রকল্প আধিকারিক, বিটিএম, কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক, কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকগন উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় আমন পরবর্তী সময়ে সূর্যমুখী চাষে ভালো লাভবান হতে পারে কৃষকেরা। আগামীদিনে এইসব প্রশিক্ষিত আধিকারিকগনের হাত ধরে কৃষকরা সূর্যমুখী চাষে দুর্দান্ত সাফল্য আনবে। আবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা সূর্যমুখী চাষে নিজের জায়গা ফিরে পাবে বলে মনে করেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

চিংড়ির চাষে আরো সতর্ক হওয়ার নির্দেশ সরকারের

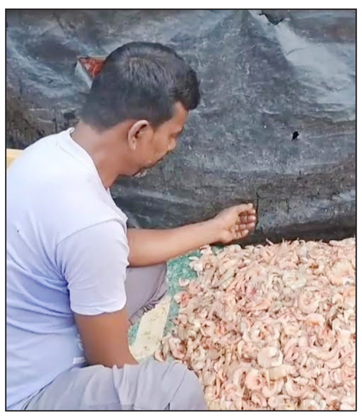

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: চিংড়ি চাষে আরও সতর্ক হতে হচ্ছে চাষিদের। এবার থেকে চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে আগের থেকে আরও বেশি সতর্ক হতে হচ্ছে চাষীদের। সঠিক পদ্ধতি মেনে চিংড়ি প্রসেসিং এবং চিংড়ি ধরার জাল ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি জানাতে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে মাছ চাষীদের। সমুদ্র থেকে ধরা চিংড়ি আর কিনছে না আমেরিকা। তাতে অনেকটাই মার খাচ্ছে ভারতের রপ্তানি ব্যবসা। আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বাংলারও। দেখা গেছে চিংড়ি ধরতে গিয়ে জালে কচ্ছপ উঠছে। সমুদ্র থেকে চিংড়ি তোলার বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে এবার জালে। এতে মৎস্যজীবীর জালে শুধু চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ পড়বে, কচ্ছপ নয়। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তর থেকে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের মধ্যে এই সংক্রান্ত সচেতনতা গড়তে রাজ্যে একাধিক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সচেতনতার পাশাপাশি দেওয়া হচ্ছে সঠিক ট্রেনিং। ফলে আগের থেকে অনেকে সঠিক পদ্ধতিতে চিংড়ির প্রসেসিং ও চিংড়ি ধরার মত কাজ করছে মৎস্যজীবীরা। যার ফলে শীঘ্রই অন্যান্য দেশের মত আমেরিকাতেও চিংড়ি রপ্তানি করা যাবে মনে করছেন সকলেই। চিংড়ি রপ্তানি বাড়লে রাজ্যের আয়ও বাড়বে বলে মনে করেন মৎস্য আধিকারিকরা।

ভাসমান সবজি চাষ করে ভালো আয় সুন্দরবনের চাষিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : গোসাবা এলাকার খালগুলির কিছুটা অংশে ভাসমান পদ্ধতিতে নানা ধরনের মরশুমি আনাজ চাষ করেছেন চাষিরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর জমির নোনাভাব কাটিয়ে নতুন করে ফসল তৈরি করতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগে যায়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলো গোসাবা ব্লকের আমতলি গ্রাম পঞ্চায়েত। একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় তারা বেশ খানিকটা এলাকায় শুরু করেছে এই ভাসমান সবজি চাষ। এলাকার খালগুলির কিছুটা অংশে ভাসমান পদ্ধতিতে নানা ধরনের মরশুমি আনাজ চাষ করছেন চাষিরা। প্রায় তিন বছর আগে এই' চাষ শুরু হয়েছিল। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হলেও এই পদ্ধতিতে চাষ অনেকের পছন্দ হওয়ায় তাঁরা নিজেরাই ওই বেসরকারি সংস্থা ও আমতলি পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নিজেদের কাছে থাকা জলাশয়ে এই চাষ শুরু করেছেন।

স্থানীয় চাষিরা বলেন, এই পদ্ধতির চাষ খুবই সহজ। ঝামেলা অনেক কম। তাই গত বছর থেকে চাষ শুরু করেছি। বাড়ির পুকুরেই চাষ করছি। ওই সংস্থার তরফে বলা হয়, যাদের চাষের জমি নেই, কিন্তু বাড়িতে পুকুর রয়েছে তারাও এই চাষে এগিয়ে এসেছে। নিজের বাড়ির পুকুরে মাছ চাষের পাশাপাশি আনাজ চাষ শুরু করেছেন অনেকে। নোনা জমির কারণে যারা চাষ করতে পারেন না, তাদের বিকল্প পদ্ধতিতে চাষের খোঁজ দিতেই এই ভাসমান চাষের উদ্যোগ। মূলত প্লাস্টিকের ড্রাম দিয়ে জলের উপরে মাচা তৈরি করে এই চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিতে চাষে ফলনও বেশ ভাল হয় বলে দাবি চাষিদের। এর আগে কুলতলিতে এই ভাসমান সবজি চাষ করে লাভের মুখ দেখেছে এলাকার চাষিরা। একে একে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় এই পদ্ধতির চাষ বাড়বে বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

নিরুপায় পুরুষ যাত্রীরা মহিলা শৌচালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : রেল স্টেশনে মহিলা শৌচালয় ব্যবহার করছে পুরুষ যাত্রীরা। আধুনিক ভারতে সভ্য সমাজের স্বার্থে অত্যাধুনিক রেলওয়ে পরিষেবায় যা কল্পনাতেও আসে না। অথচ দিনের পর দিন এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলেও পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা স্টেশন কর্তৃপক্ষের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালনা রেল স্টেশনের সুদীর্ঘ ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ওপর যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে একটি মাত্র শৌচালয় রয়েছে। তবে, সেটি শুধুমাত্র মহিলা যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য। শুধু তাই নয়, শৌচালয়টির ২ টি দরজা ভাঙাচোরা এবং বেহাল অবস্থায় রয়েছে যে মহিলারা তা নিঃসংকোচে নিরাপদেও ব্যবহার করতে পারে না। ওই প্ল্যাটফর্মে পুরুষ যাত্রীদের জন্য কোনও শৌচালয় নেই। ফলে

পুরুষ যাত্রীরা অত্যন্ত নিরুপায় হয়েই সর্বক্ষণ ওই মহিলা শৌচালয়টি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। ২৫ মার্চ দিনদুপুরে ভিড়ে ঠাসা ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এমনই অস্বাভাবিক অনভিপ্রেত দৃশ্য আরও একবার দেখা গেল। বিভিন্ন পেশার অসংখ্য মানুষ কালনা স্টেশনে নেমে নদিয়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে থাকেন। ফলে ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কালনা রেল স্টেশন যাত্রীদের চাপে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। এমনকি ফেরিঘাট পেরিয়ে শান্তিপুর ও রানাঘাট হয়ে অতি সহজেই উত্তর ২৪ পরগণার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বনগাঁ শহরেও যাওয়া যায়। এই বিপুল সংখ্যক রেল যাত্রীদের পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে কালনা স্টেশনে অসংখ্য লোকাল ট্রেনের পাশাপাশি বিভিন্ন রুটের মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে। এধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করতেই হয়। কিন্তু, কোনও পুরুষ যাত্রীর একবার ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছনোর পর যদি শৌচাগার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তাহলে পুনরায় তাঁকে ফুটওভার ব্রিজ পেরিয়ে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে। এর ফলে তড়িঘড়িতে অনেক যাত্রীকে ট্রেন ধরতে না পারার মতো ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভুক্তভোগী রেলযাত্রীদের অনেকেরই অভিযোগ, কালনা স্টেশন কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই তাঁদের প্রতিনিয়ত এই দুর্ভোগে মধ্য পড়তে হচ্ছে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা কালনা শহরের বাসিন্দা সুশান্ত গাইন বলেন, কালনা স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পুরুষ রেল যাত্রীদের জন্য কোনও টয়লেট নেই। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য যে টয়লেট আছে সেটাও বেহাল এবং নিরাপদ নয়। শুনেছি বাধ্য হয়েই পুরুষরা ওই লেডিস টয়লেটটি ব্যবহার করে।ভারতীয় রেল নিয়ে যেখানে গর্ববোধ করি আমরা সেখানে রেল কর্তৃপক্ষের এধরনের উদাসীনতা কখনও কাম্য নয়। কালনা স্টেশন কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতার তীব্র প্রতিবাদ করছি একই সঙ্গে ৩ নং প্ল্যাটফর্মে অবিলম্বে একটি পুরুষ টয়লেট তৈরির দাবি জানাচ্ছি।

মহেশতলায় সচেতনতামূলক শিবিরের মাধ্যমে বাজিশিল্পে দুর্ঘটনা এড়াতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকারের পরিচালনায় এবং অল বেঙ্গল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার্স ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল এক সচেতনতা শিবির। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহেশতলার পুটখালীতে স্লাইড শোয়ের মাধ্যমে এই শিবিরে আসা বাজিশিল্পে যুক্ত বিভিন্ন জেলার কারখানার মালিক, শ্রমিক ও বাজি বিক্রেতাদের একত্রিত করে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

স্লাইড শোয়ে দেখানো হয় কীভাবে বাজি তৈরি, বিক্রি এবং মজুত রাখার জন্য, কীভাবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। দেখানো হয় কারখানাগুলিতে কিভাবে যথাযথ অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখতে হয়,বাজি তৈরির সময় কর্মীদের পোশাক–আশাক কেমন হওয়া উচিত, ধূমপান সম্পর্কে সতর্কীকরণ ছাড়াও কারখানার ঘরের উচ্চতা এবং কেমন জায়গায় কারখানা স্থাপন করতে হবে, পাশাপাশি বাজি বিক্রির ক্ষেত্রেও কি কি বিধিনিষেধ মানা উচিত সেই বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এছাড়াও শিবিরে জানানো হয়েছে, বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৬০ জন করে মোট দুই দফায় ১২০ জনকে প্রশিক্ষণে পাঠানোর যাতায়াত খরচ সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার বহন করবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই দমকলের যাবতীয় বিধিনিষেধ ও নির্দেশ মেনে বাজি কারখানা স্থাপন করলে তবেই মিলবে বাজি তৈরির ছাড়পত্র। এর আগে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এমন ব্যক্তিদের এই অনুমতি পত্র বা লাইসেন্স পেতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। সে ক্ষেত্রে আলোচনা সভার মাধ্যমে জানা গিয়েছে, এখন তা পাওয়া আরো অনেক বেশি সহজলভ্য হবে এই প্রশিক্ষণ নিলেই। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জমি চিহ্নিত করে বাজি তৈরির ক্লাসটার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেটিও যাতায়াতের রাস্তার সমস্যার কারণে থমকে গিয়েছিল। সেই সমস্যারও সমাধান হয়ে গিয়েছে বলে সরকারি আধিকারিক সভায় জানিয়েছেন।

এপ্রিল–মে মাসের পর থেকে ক্লাস্টার তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে। এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা আইএনটিটিইউসির সহ–সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল, অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রীন ফায়ার ক্র্যাকার্স ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শুকদেব নস্কর, বজবজ ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল দাস সহ জয়েন্ট চিফ ইন্সপেক্টর, ডিরেক্টরেট অফ ফ্যাক্টরিজের আধিকারিক এবং কেমিক্যাল বিশেষজ্ঞরা। এদিনের শিবিরে জলপাইগুড়ি, মালদা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ভুয়ো ভোটার বিতর্কে উত্তাল সীমান্ত

প্রথম পাতার পর

তাহলে রোহিঙ্গাদের কাঁধে ভর করে বৈতরণী পার হওয়া যাবে বলে মনে করছে তৃণমূল।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির জেলা সভাপতি শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'বিডিও বেছে বেছে রাজনৈতিক স্বার্থে আদি ভোটারদের ভোট কেটে দিচ্ছে। আমি স্কুটিনিতে দেখেছি বনগাঁ, বাগদা অঞ্চলের যারা আদি ভোটার তাদের নামগুলো বাদ পড়ছে। আমার মনে হয়, এটা পরিকল্পনা মাফিক একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।' এদিকে এই ভূতুড়ে ভোটার তত্ত্বে প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রী নাগরিকত্ব আইনের বিরোধীতা করে বলেছিলেন, মতুয়াদের আবার নাগরিককত্ব কী? ভোটার লিস্টে ওদের নাম রয়েছে। এটাই তো নাগরিকত্বের বড় প্রমাণ। এছাড়া ওরাতো সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। অথচ সেই প্রশাসনই তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্যে নোটিস দিচ্ছে। তাহলে কী মুখ্যমন্ত্রী তখন ভুল ছিলেন, নাকি প্রশাসন ভুল করছে? এর উত্তর দেবার দায় তো শাসকদলেরই। অন্যদিকে অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব আইন চালু করার পর বহু আবেদন জমা পড়ে থাকা সত্ত্বেও নাগরিকত্ব প্রদানে গড়িমসি করছে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিল্লি গিয়ে অমিত শাহের কাছে এ নিয়ে দরবারও করে এসেছেন। দুই দলের সরকারের এই টানাপোড়েনে বনগাঁ–বাগদার মত সীমান্ত শহরের ভোটারদের অবস্থা উলুখাগড়ার মত। কে কখন ভোটাধিকার কেটে দেবে সেই আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে তাদের। এইসব এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করে অবিলম্বে নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক।

রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের

প্রথম পাতার পর

করে পরিকাঠামোগত ত্রুটি এবং প্রধানত শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় স্কুলটি। ছাত্রছাত্রীরা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে স্কুলে অন্য স্কুলে ভর্তি হতে থাকে। সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় স্কুলটি। পাশাপাশি রাঙাপলা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র একইভাবে বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় বছরখানেক হল এইভাবেই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে কুলপির দুটি স্কুল। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি প্রধানত শিক্ষকের অভাবেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে শুরু করে স্কুল ছুটিতে। শিক্ষক আসলেও তিনি ঠিকঠাক মতন পড়াতেন না স্কুলে। এছাড়াও কিছু কিছু পরিকাঠামোগত ত্রুটি ছিল যে কারণেই এলাকার অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের অন্যত্র স্কুলে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেয়। অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী বলছে প্রথমে স্কুলে পড়াশোনা ঠিকঠাক হলেও সঠিক শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবেই পড়ুয়া কমতে কমতে একেবারে তলানিতে ঠেকে ছিল সে কারণেই বন্ধ হয়ে যায় স্কুল। তবে তারা চায় আবারো পুনরায় চালু করা হোক স্কুলগুলি।

বিষয়টি নিয়ে কুলপি ব্লকের শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ তথা ব্লক সভাপতি ও স্বীকার করেন শিক্ষকের অভাবের জন্যই বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে স্কুল দুটি। বিষয়টি নিয়ে তিনি জেলাতেও শিক্ষা দপ্তরে জানিয়েছেন। গেস্ট শিক্ষক রেখেও তাদের মাইনে দিতে পারছেন না তাই বন্ধ হয়ে গেছে। তবে বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। বিজেপির দাবি যেখানে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতিতে যুক্ত, যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা রাস্তায় বসে থাকে, সেই রাজ্যেতো স্কুল বন্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে এলাকার মানুষজন চাইছে পুনরায় স্কুলগুলি চালু করা হোক। যাতে প্রত্যন্ত এই সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার শিশুরা যোগ্য শিক্ষালাভ করতে পারে।

বিদেশেও পিছু ছাড়ছে না আরজিকর

প্রথম পাতার পর

অনেক কটাক্ষ। যা মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদাকে অনেকটাই খাঁটো করে দিয়েছে বিদেশের মাটিতে। আজকের রাজনীতিকদের এটা বোঝার সময় এসেছে মানুষের কোনও আবেগ নিয়ে রাজনৈতিক খেলা কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। বিচার যাই হোক কেন মানুষের মনে তদন্ত মৃত্যু নিয়ে যেসব প্রশ্ন ভিড় করে রয়েছে তার উত্তর যতদিন না প্রশাসন দিতে পারছে ততদিন এই বিড়ম্বনা বয়ে নিয়ে যেতে হবে বঙ্গবাসীকে।

ওভার ফুটব্রিজই নেই বজবজ স্টেশনে

প্রথম পাতার পর

এখানকার নিত্যযাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি বজবজ স্টেশন থেকে ট্র্যাকের ওপারে যাওয়ার জন্য একটা ফুট ওভার ব্রিজ কিংবা আন্ডারপাস অবশ্যই তৈরি করা হোক। ২০১৪–১৫ সাল থেকে এই নিয়ে অনেকবার আন্দোলন হয়েছে এবং রেল অবরোধ হয়েছে। রেল দপ্তর এব্যাপারে আশ্বাস দিলেও বর্তমানে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তার ওপরে ১ নম্বর প্লাটফর্মে পানীয় জলের দীর্ঘদিনের একটা ব্যবস্থা থাকলেও, পানীয় জলের গুণমান নিয়ে কোন পরীক্ষা–নিরীক্ষা কবে হয়েছে সে ব্যাপারেও কেউ কিছু বলতে পারেননি। প্ল্যাটফর্ম চত্বর জুড়ে দেখে গেল যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে আছে। পুরুষ শৌচালয়ে দুর্গন্ধে ঢোকা দায়। নিত্যযাত্রীদের দাবি প্রতিদিন শৌচাগার গুলো পরিষ্কার করে ফিনাইল দেওয়া হোক। ১ নম্বর প্লাটফর্মের মাথার দিকে যেখানে মহিলা কামরা আছে বাঁদিক দিয়ে যেখান থেকে যাত্রীরা বজবজ স্টেশন রোডে অটো ধরতে যান সেইখানে সন্ধ্যের পরে কোন আলো না জ্বলায় দুর্ঘটনা ঘটে যাবার আশঙ্কাও আছে। ১ নম্বর প্লাটফর্মের মাথার একটা অংশে সেডও নেই। বজবজ শাখার নাগরিক কমিটির পক্ষে সুশান্ত কুমার সাউ জানালেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে বজবজ স্টেশনে ফুটওভার ব্রিজের দাবি জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে বজবজ রেলস্টেশন চত্বর আরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার।' এই সমস্ত বিষয় প্রসঙ্গে বজবজ রেলস্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার বিদ্যুৎ কুমার শিরকা জানান, 'এখনো অফিসিয়ালি ভাবে ফুটওভার ব্রিজ তৈরি করার কোন পরিকল্পনা হয়নি। যদিও আমিও চাই খুব দ্রুত রেল প্রশাসন ফুট ওভার ব্রিজ তৈরি করুক। ট্রেন যেখানে থামে মাথার দিকে বাঁদিকে সিঁড়ি দিয়ে নামার জায়গায় আগে আলো ছিল, আমি দেখে নেব ওটা জ্বলছে কিনা যদি না জলে অবশ্যই জ্বালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। স্টেশন চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শৌচাগারের দুর্গন্ধ প্রসঙ্গে বলেন, এই বিষয়টির ব্যাপারে অবশ্যই আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।'

সুন্দর মনের সুন্দরবন বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ মার্চ মেলা অনুরাগীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হল ৪র্থ বর্ষ সুন্দরবন বইমেলা। উদ্বোধন করলেন কবি সাহিত্যিক অধ্যাপক জহর সেন মজুমদার। মেলা প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, কবি সাহিত্যিক, সমাজ কর্মী, হস্তশিল্পী, পাবলিশার্স, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ছিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতী অষ্টমী মিস্ত্রী, বইমেলা সোসাইটির পতাকা উত্তোলন করেন মেলা কমিটির সহ সভাপতি শিক্ষক ছাত্রধর বিশ্বাস। প্রথমদিন মঞ্চের নাম ছিল বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মুরারী মোহন গায়েনের নামে। স্মারক বক্তৃতা দেন শিক্ষক ইতিহাসবিদ প্রণব কুমার গায়েন ও কবি সাহিত্যিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বল্প দিনের সাথী দীপক মৃধা। জহরবাবু বইমেলার পত্রিকা পলিমাটি ও প্রণব কুমার গায়েনের গ্যাড্ডোর বন্ধুরা বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বইমেলা কমিটির সম্পাদক ড. সঞ্জিত জোতদার সুন্দরবনাঞ্চলে বইমেলা করার প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন মঞ্চের নাম স্থানীয় বিশিষ্ঠের নামে করার সার্থকতা নিয়ে। তিনি বলেন, 'বইমেলা কমিটির উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে দীর্ঘদিন মেলা চালানো সম্ভব নয়। শিক্ষা, শিক্ষকহীনতা, পরিযায়ী শ্রমিক ও সামাজিক উত্তরণ নিয়ে বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিশেষ আলোকপাত করেন।'

কলকাতায় ডেঙ্গুপ্রবণ ওয়ার্ড ৬৮ টি

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬৮টি ওয়ার্ড ডেঙ্গুপ্রবণ। এ তথ্য খোদ কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের। এই ওয়ার্ডগুলি হল: ওয়ার্ড নম্বর ২– ৪, ৬, ১৪, ২৬, ২৭, ৩১–৩৩, ৩৬, ৪৮, ৫৫, ৫৭–৫৯, ৬১, ৬২, ৬৫–৬৯, ৭৭–৭৯, ৮১–৮২, ৮৫–৮৬, ৮৮–১০৩, ১০৫–১১০, ১১২–১১৫, ১১৭–১১৮, ১২১–১২২, ১২৪, ১২৬–১২৯, ১৩১ ও জোকার ১৪৪। ২০২৪ সালের অভিজ্ঞতার নিরিখে পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর এই তথ্য প্রকাশ করেছে। ২৪ মার্চ চলতি বর্ষে 'পতঙ্গবাহিত রোগ নিবারণ কিভাবে হবে তার পরিকল্পনা বিষয়ে কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে উপমহানাগরিক তথা স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ এবং পৌর চিকিৎসকরা বৈঠক করেন। ২০২৪ সালে কলকাতা পৌরসংস্থার যেসব ওয়ার্ডে ১০ জন বা তার বেশি ব্যক্তি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন, সেগুলি বিপজ্জনক ওয়ার্ড হিসাবে চিহ্নিত করে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

কলকাতাবাসীর অবগতির জন্য বলা যায় যে, ঢাকাবিহীন নিকাশি নালা, নির্মাণ কাজ চলা বাড়ি বা অট্টালিকা, পুকুরের পাড়ে জমে থাকা প্লাস্টিক ও থার্মোকল–সহ অন্যান্য অপচনশীল জঞ্জাল এবং ওয়ার্ডের উন্মুক্ত জমির মতো প্রজননক্ষম স্থান বেশি থাকায় কিছু শক্তিশালী প্রজাতির মশার প্রাদুর্ভাব উত্তর কলকাতার তুলনায় দক্ষিণ কলকাতায় অনেক বেশি দেখা যায়। সেই কারণেই কলকাতার ৬০–৭০ শতাংশ ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর দক্ষিণ কলকাতার ৯–১৪ নম্বর বরো থেকে পাওয়া গিয়েছে। আর বাকি ৩০–৪০ শতাংশ ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর উত্তর কলকাতার ১–৮ নম্বর বরো থেকে এসেছে। বিভাগীয় এই পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরে কলকাতাবাসীর সকলের উচিত সারা বছর ধরে সতর্ক থাকা।

এবার পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর থেকে নোটিশ জারির ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হয়েছে। যেখানে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়কালে ১৯৮০ সালের পৌর আইনের ৪৯৬ এ ধারায় ৭৩৩টি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে এবছর ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়কালে ৯৫১টি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এবং রুজু করা হয়েছে ৩টি মামলা।

২০২৩ সালে কলকাতা পৌর এলাকায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিল ১৩, ৯২৬ জন কলকাতাবাসী। আর গত বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ৯০.৮ শতাংশ কমে দাঁড়ালো ১,৩১৬ – তে।

তবে ২০২৪ সালের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কলকাতা পৌর এলাকার জন্য ২০২৫ সালের ডেঙ্গু দমনের কর্মসূচি তৈরি করা ঠিক হবে না ভেবেই ২০২৩ সালকে সামনে রেখে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে তৈরি করা হয়েছে ২০২৫ সালের ডেঙ্গু দমনের কর্ম পরিকল্পনা। তাতে রয়েছে জানুয়ারি থেকে জুন মাস। শীত থেকে গ্রীষ্মকাল। বছরের প্রথম ছমাস। দ্বিতীয় ধাপে জুলাই থেকে অক্টোবর ভরা বর্ষাকাল। আর তৃতীয় ধাপে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের কাজের কৌশল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কলকাতায় ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে কাজ শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডেঙ্গুর নিরিখে একটা অস্বাভাবিক কিংবা বিরলদৃষ্ট বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ২০২৪। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সারা পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫ লক্ষ থেকে ১১৫ শতাংশ বেড়ে ১.৪০ কোটি হলেও ডেঙ্গুপ্রবণ বহু দেশে নজিরহীন ভাবে কমেছে রোগের দাপট। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে ডেঙ্গুর সংক্রমণ অনেকটা কমলেও মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু–সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পেয়েছে।

এবার আদিগঙ্গার পাড় বাঁধাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা'র আর্থিক সহায়তায় কলকাতার হেস্টিংস মোড়ের অদূরে আদিগঙ্গা(টলি নালা) এবং হুগলি নদীর সঙ্গমস্থলে লক গেট এবং পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় দরপত্র ডাকা হয়েছে। আবার এদিকে ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য আদিগঙ্গার দুপাড়ে পাড় বাঁধানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ নগর উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ধনধান্য ব্রিজ(আলিপুর) থেকে চেতলা ব্রিজ আনুমানিক আড়াই কিলোমিটার আদি গঙ্গার পাড় বাঁধাইয়ের জন্য এটা প্রথম পর্যায় ধরে দরপত্র ডাকা হয়েছে এবং কাজটি খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

বেসরকারি বাজার সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার নিউ মার্কেটের সংস্কার বিষয়ে ১৭ মার্চ বিধানসভায় একাধিক ব্যবস্থার উদ্যোগের কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সমস্ত সরকারি বাজার বা বেশ কয়েকটি পৌর বাজারের সংস্কার যেভাবে হয়েছে, ঠিক সেভাবেই কলকাতাসহ রাজ্যের বেসরকারি বাজারগুলির সংস্কার করতে চাইলে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার পৌরপ্রতিনিধিরা। কারণ বেসরকারি বাজারগুলি এরাজ্যেই অবস্থিত।'

কাশীপুরে বায়ুদূষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার কাশীপুর–বেলগাছিয়া এলাকায় রেলের চত্বরে দীর্ঘদিন যাবৎ সিমেন্ট ওঠানামা চলে। তার জেরে ওই এলাকায় বায়ুদূষণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোটা এলাকা ধুলোয় ঢেকে যায়। শারীরিক অসুস্থতা বাড়ছে। এমনকী তার জেরে 'ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি)' মতো রোগের প্রকোপ ছড়াচ্ছে বলে ১৭ মার্চ বিধানসভায় জানান স্থানীয় কাশীপুর–বেলগাছিয়ার বিধায়ক অতীন ঘোষ। এবিষয়ে রাজ্যের পৌর দপ্তর কোনও ব্যবস্থা নেবে কী না প্রশ্নের জবাবে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আগে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হলেও বর্তমানে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। রেলকে এবিষয়ে নোটিশ দেওয়া হবে।'

বার্তা

সূর্য সুন্দরী: বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে দেখা মিলল সূর্যমুখীর।
ছবি : শুভ্রাচল চৌধুরী

বালাই : সামনে নির্বাচন। ধানি জমি কেটে চওড়া হচ্ছে রাস্তা। ময়নাগড়ের কাছে।
ছবি : অভিজিৎ কর

বনশ্রী সপ্তর্ষি, গণপতি সেবা ট্রাস্ট ও জলসা কুটির যোধপুর পার্কে আয়োজন করেছিল ৭ম বর্ষের রূপকথার বসন্ত বেলা নামের বসন্ত উৎসব। প্রায় ৭০০ নৃত্য শিল্পী অভিভাবক ও সংস্কৃতি প্রেমী গুণীজনদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে উৎসব প্রাঙ্গণ রঙিন হয়ে উঠেছিল। রবিবাসরীয় রাজপথ এমন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এলাকায় অভুতপূর্ব সাড়া ফেলেছিল। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাতৃসাধক গোবিন্দ আচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী মঞ্জু মিত্র সহ অরুণাভ মিত্র রাজ্যের ডেপুটি ডিরেক্টর অফ ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল বিভাগ। দীনবন্ধু দাস, অজয় সেন, অধ্যাপক অশোক সাধু, মুজিবর কাজী, কার্তিক সরকার, অলোক প্রামানিক,অজয় রায়, প্রণব গুহ, চিত্র পরিচালক পলাশ বৈরাগী,সব্যসাচী মুখার্জি, অভিনেতা জয় ও শ্রেয়া সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়েছেন গণপতি সেবা ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট দীপক কুমার বনিক ও পরিচালনা করেছেন বনশ্রী সপ্তর্ষির সম্পাদক ভৃগুরাম হালদার।

ই এম বাইপাসের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার উল্টোডাঙা থেকে দক্ষিণে রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভা লাগোয়া কামালগাজি পর্যন্ত ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের রাস্তাটি সম্প্রতি কলকাতা নগরোন্নয়ন কর্তৃপক্ষের থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে এসেছে। এর সর্বমোট দৈর্ঘ্য কমবেশি ৩২ কিলোমিটার। এবার এই বাইপাসের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজি'র(আইআইটি) সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার এক আধিকারিক জানান, 'উল্টোডাঙা থেকে কামালগাজি পর্যন্ত এই দীর্ঘ রাস্তায় নিত্য কত যানবাহন চলাচল করে, তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এবার এই বাইপাসের কমপক্ষে ৩২টি অংশে রাস্তার ভার বহন ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা হবে। একমুহূর্তে বাইপাসের এই রাস্তা ঠিক কতটা ওজন বহন করতে পারে। খড়গপুর আইআইটির সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ কাজটি করবে। দেখা হবে রাস্তার ভার বহন ক্ষমতা কোথায় কতটা। বা যথেষ্ট কী না। একইসঙ্গে বাইপাশের ঢাল কতটা বেড়েছে সেটাও দেখা হবে। পাশাপাশি 'ট্রাফিক সিগনাল সিস্টেম ঠিক আছে কী না সেটাও দেখা হবে।' কলকাতা পৌরসংস্থার সড়ক উন্নয়ন ও সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক জানান, 'এখন রাস্তার ধারে আগুন জ্বালানো বারণ। সে কারণে তরল ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট থেকে থার্মো কন্টেনারে করে এনে ই এম বাইপাসে ঢালা হবে। এটাকেই 'মেকানিক্যাল ম্যাস্টিক বলা হয়। এতে দূষণ যেমন হবে না, তেমনই রাস্তা হবে মসৃণ ও শক্তপোক্ত।' মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব কলকাতার একাধিক জলাভূমি অসাধু প্রোমোটারদের দ্বারা ভরাট করা হয়েছে। বৃষ্টির জল বাইপাসের দুপাশের জলাশয়ে গিয়ে পড়ত। জলাশয় ভরাট হয়ে যাওয়ায় বাইপাস থেকে বৃষ্টির জল আর নামছে না। সাতের দশকে যখন ইএম বাইপাস তৈরি হয়েছিল সেই সময় ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরি হয়নি। এখন কলকাতা পৌরসংস্থা ইএম বাইপাসের সংস্কারের দায়িত্বে আসায়, নতুন করে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এখন ইএম বাইপাসে জল নিকাশি টানেল তৈরি করা হবে। ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরি করা হবে।'

ডিজিটালে জন্ম–মৃত্যুর শংসাপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় জন্ম–মৃত্যু নিবন্ধীকরণের শংসাপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে 'স্টেট হেলথ ব্যুরো অভ ইন্টেলিজেন্সে'র নির্দেশিকা অনুসারে ইতিমধ্যেই কলকাতা পৌরসংস্থাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'জন্ম–মৃত্যু তথ্য পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা ব্যবহারকারীদের কাছেও সুবিধাজনক।

কলকাতাবাসীরা এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত শংসাপত্র(জন্ম ও মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রেই) পায়। এবং শংসাপত্রটি পি. ডি. এফ. ফরম্যাটে কিউ. আর. কোডসহ পাওয়া যায়। এর ফলে প্রয়োজন মতো ইচ্ছানুসারে সাধারণ এ–ফোর পরিমাপের কাগজেই এই শংসাপত্রের প্রিন্ট করে নেওয়া যায়। জন্ম–মৃত্যু তথ্য পোর্টালের মাধ্যমে কিউ. আর. কোড স্ক্যানিং করে জন সাধারণ বা সুবিধাভোগীরা শংসাপত্রের সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে পারেন। আগের মতো প্রতি কপি ১০০ টাকার বিনিময়ে হাতে হাতে তৈরি ও অনুমোদিত শংসাপত্র দেওয়া–নেওয়ার পদ্ধতি এখন আর নেই। তবে ২০২৩ সালের আগের জন্ম–মৃত্যু শংসাপত্রের ক্ষেত্রে পুরনো পদ্ধতি বজায় আছে। বর্তমান জন্ম–মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে হলে সেটা বিনামূল্যেই পাওয়া যায়। কেবল প্রিন্ট খরচ বাবদ কয়েক টাকা লাগে। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে জন্ম–মৃত্যু–তথ্য পোর্টালের মাধ্যমে ৭২, ৮৭৭টি ডিজিটাল জন্ম শংসাপত্র এবং ৭৪,৯৪৪টি ডিজিটাল মৃত্যু শংসাপত্র অনুমোদিত হয়েছে।

চেতলা ব্রিজ সংস্কারে এবার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : আদি গঙ্গার ওপর দিয়ে যাওয়া চেতলা ব্রিজ সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে। প্রথম পর্যায়ে ব্রিজের ওপরের অংশের মেরামতির কাজ করা হয়েছে। এবং ব্রিজের মাঝামাঝি অংশের সংযোগগুলি মেরামত করা হয়েছে। ব্রিজের যেসব জায়গা গুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলি সারানো হয়েছে। এবং ব্রিজের উপরিভাগের রাস্তা নতুন করে করা হয়েছে। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রিজের নীচের অংশের মেরামতির কাজ করা হবে। 'কলকাতা নগরোন্নয়ন কর্তৃপক্ষে'র আধিকারিক বলেন, 'পরীক্ষা করে দেখা গেছে আগে ব্রিজের ওপরে থাকা রাস্তার পিচের আস্তরণের কারণে ব্রিজের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছিল। তাই পুরনো আস্তরণ তুলে নতুন করে পিচের প্রলেপ দেওয়া হয়। তবে এবার এই পিচের রাস্তার কাজ এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে ব্রিজের ওপর বাড়তি ভার লাঘব হয়।'

খাদ্য নিরাপত্তা শাখার সক্রিয়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের অধীনস্থ খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তর আগের থেকে অনেকটাই সক্রিয়। কলকাতা পৌর অন্তর্ভুক্ত এলাকায় বর্তমানে ১২,৫৭৮ জন খাদ্য ব্যবসা চালনাকারীর লাইসেন্স আছে এবং ২৮,২১২ জন ব্যবসায়ীর খাদ্য ব্যবসা চালাবার জন্য নিবন্ধীকরণ শংসাপত্র আছে। এটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, উল্লিখিত ৪০,৭৯০ জন ব্যবসায়ী কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের খাদ্য নিরাপত্তা শাখার সতর্ক নজরদারির আওতায় থেকে তাদের ব্যবসার কাজ সামলাচ্ছেন। গত ন'বছরে এই সকল খাদ্য ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কলকাতা মহানগরীর যত্রতত্র বিক্রিত খাদ্যমান ও গুণাগুণের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়েছে। এ সমস্ত কিছুই পৌরসংস্থার খাদ্য নিরাপত্তা শাখার কর্মীদের নিয়মিত সক্রিয় নজরদারীর জন্যই সম্ভব হয়েছে।

মাঙ্গলিকী

বিমল মিত্র জন্মদিন স্মরণে অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : অজস্র গল্প উপন্যাস লিখে যিনি বাংলা কথাসাহিত্যের জগতকে সমৃদ্ধ করে রেখে গেছেন, তিনি হলেন বিমল মিত্র। ১৮ মার্চ সেই বিমল মিত্রের ১১৪ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হল শরৎচন্দ্রের বাসভবনে। আয়োজন করেছিলেন বিমল মিত্র একাডেমী। একাডেমীর পক্ষ থেকে বিমল মিত্রের কন্যা, পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করলেন। লেখকের জামাতা কমলেশ বসু জানালেন তাদের একাডেমির ভবিষ্যৎ কর্মসূচির কথা। মূল অনুষ্ঠানের প্রথম বক্তা ছিলেন শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিমল মিত্রের মধুর সম্পর্কের কথা তিনি তুলে ধরলেন। পরবর্তী বক্তা কানাডা নিবাসী বিশিষ্ট কৃষিবিদ ও পরিবেশবিদ ড. সৈকত কুমার বসু। তিনি বিমল মিত্রের লেখা বিনিদ্র কাহিনির ইংরেজি অনুবাদ কমলেশ বসুর হাতে তুলেও দিলেন।। মূল অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা, অধ্যাপক, গায়ক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি বিমল মিত্রের কাহিনি নিয়ে যত ছবি তৈরি হয়েছে বাংলায়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলেন এবং তার থেকেই কয়েকটি নির্বাচিত গান তিনি শোনালেন শ্রোতাদের। সঞ্চালনায় ছিলেন পল্লব মিত্র।

বই প্রকাশ ও বসন্ত বরণ অনুষ্ঠান

অসীম কুমার মিত্র : ৯ মার্চ বিকেলে বাঙালপুর মহিলা বিকাশ কেন্দ্রের সভা ঘরে বিশিষ্ট কবি, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক, লেখক শুভেন্দু দত্তর লিংতাম ললিপপ উপন্যাসটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ও তৎসহ বসন্ত বরণ অনুষ্ঠান হল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমিতাভ সরকার অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আকরাম হোসেন ও বিশিষ্ট কবি, সম্পাদক অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

এই উপন্যাসটি সিকিমের ওল্ড সিল্ক রুটের উপর বাংলা ভাষায় লেখা সম্ভবত প্রথম রহস্য রোমাঞ্চকর ভ্রমণ উপন্যাস যার সঙ্গে মিশে রয়েছে কল্প বিজ্ঞান। গ্রন্থ প্রকাশের পর অনুষ্ঠানটি আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে মনিরুল ইসলাম, সুমন মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, শিবানী মুখোপাধ্যায়, সৌরেন নন্দ, প্রণব হাজরা প্রমুখের উপস্থিতিতে ও উজ্জ্বল উপস্থাপনায়। শিল্পী সন্দীপ দিয়াসির নান্দনিক মঞ্চ সজ্জা চোখে পড়ার মতো।

বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরীতে গুণীজন সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ মার্চ বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরির দোতলায় গুণীজন সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, বিখ্যাত আঞ্চলিক ইতিহাসের লেখক পাঁচু গোপাল মাঝি, সাহিত্যিক কবি ও শিক্ষক স্বপন কুমার মান্না, প্রবীণ শিক্ষক নিমাই ঘোষ, নতুন যোগদানকারী গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিমান গ্রন্থাগারিক হিসেবে সংবর্ধনা পেলেন প্রতিভা পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক বিজয়া দত্ত, সংবর্ধনা দেওয়া হয় অনন্ত সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক বিবেকানন্দ খাঁ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত ও বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী পৃথা নস্কর সহ প্রমুখদের। সঞ্চালনায় ছিলেন বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রী রিডিং রুমের সম্পাদক অপূর্ব কুমার পাল ও সভাপতি মতিকুর রহমান।

ভাব তরঙ্গিনীর ভাবনায় বসন্তোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ মার্চ বজবজ ২ নম্বর ব্লকের ডি–রায়পুর অঞ্চলের হুগলি নদী তীরবর্তী স্বদেশী মেলার মাঠে নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাব তরঙ্গিনীর উদ্যোগে ৭ম বর্ষের বসন্ত উৎসব সম্পন্ন হয়। ডোঙারিয়া স্কুল মোড় থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বসন্ত উৎসবের সূচনা হয়। অসংখ্য ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য করতে করতে স্বদেশী মেলার মাঠের দিকে এগিয়ে যায়। উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব। স্বদেশী মেলার মাঠে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন, সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, ডি–রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজকুমার পরামানিক, প্রাক্তন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাক্তার তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্বপন কুমার রায়, ক্রীড়াপ্রেমী মানস নস্কর সহ প্রমুখরা। ভাব তরঙ্গিনীর ছাত্রীরা একের পর এক অভিনব নৃত্য প্রদর্শন করে সকলের মন জয় করে । নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষিকা সেবন্তী হাজরাও অভিনব নৃত্য প্রদর্শন করেন। স্বদেশী মেলার মাঠে দর্শকদের সংখ্যাও ছিল চোখে পড়ার মতো। বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, এই ধরনের রবীন্দ্র ভাবনার অনুষ্ঠান যত বৃদ্ধি পাবে আমাদের সংস্কৃতিও তত সমৃদ্ধ হবে। সব মিলিয়ে ভাব তরঙ্গিনীর ভাবনায় বসন্ত উৎসব সার্থক হয়ে উঠেছিল।

মা মমতা ফাউন্ডেশনের রমজান উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ মার্চ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান মা মমতা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বাওয়ালি মোড়ে রমজান মাসের বিভিন্ন উপহার সামগ্রী এবং হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।

বজবজ ২নং ব্লকের চকমাণিক, সাউথ বাওয়ালি এবং কাশিপুর আলমপুর অঞ্চলের দুঃস্থ মানুষরা এই পরিষেবা গ্রহণ করেন। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি, সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন মাল, প্রাক্তন জেলা স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাক্তার তরুণ রায়, সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সিদ্দিকা খাতুন সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষজন। ফাউন্ডেশনের সভাপতি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দুঃস্থ মানুষদের জন্য কিছু করার উদ্যোগ নেয় এই ফাউন্ডেশন। করোনার সময় থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগামীদিনেও পশ্চিমবঙ্গে তাদের এই ধরনের সেবামূলক পরিষেবা দেওয়া চলবে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি মুম্বাইতেও দীর্ঘদিন ধরে তারা দুঃস্থ মানুষদের পরিষেবা দিচ্ছে। বজবজের বিধায়ক অশোক দেব মা মমতা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। এই সেবামূলক সুন্দর সফল কর্মসূচিটি রূপায়ণের জন্য ফাউন্ডেশনের পশ্চিমবঙ্গের কনভেনার শেখ সাগিরউদ্দিন যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি শম্পা মিশ্র সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বজবজে ধ্বনি তরঙ্গের বসন্ত উৎসব

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জি : ধ্বনি তরঙ্গের উদ্যোগে গত ১৬ মার্চ বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হল বসন্ত উৎসব। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী কল্যাণী ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি অনন্য সুন্দর হয়ে ওঠে। সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল শিল্পী ও দর্শকদের আবীরের তিলক দিয়ে বসন্ত বন্দনার মাধ্যমে শুভ সূচনা হয়। বিশিষ্ট অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ডাঃ শেখর রায়, ডাঃ অশোক খাঁড়া, দেবাশীষ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ধ্বনিতরঙ্গের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ডাঃ শেখর রায় বজবজের ঐতিহ্যমণ্ডিত পাবলিক লাইব্রেরিতে সংস্থার বসন্ত উৎসবের গুরুত্ব তুলে ধরেন, আমন্ত্রণমূলক বক্তব্যে সম্পাদক হিসাবে দেবাশীষ ঘোষ সাহচর্য চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কর্মপরিধির ওপর আলোকপাত করেন। উপস্থিত শিল্পীদের উপরোক্ত তিন অতিথির স্বরচিত কবিতার বই ও সোমালি রায়ের হস্তশিল্প নৈপুণ্যে সৃষ্ট সুন্দর ব্যাগ উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয়। সুদীপ্ত ভট্টাচার্য ও অদিতি গাঙ্গুলীর সঙ্গীতে বসন্ত বন্দিশের সঙ্গে সোমালী রায়, শর্মিলা ঘোষ প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সাহচর্য ও নান্দনিক সংস্কার পক্ষে সমবেত কবিতা পরিবেশিত হয়। এছাড়াও রীনা দেব, মিঠু হালদার প্রণব সরকার, নীলেশ সোম, পার্থপ্রতিম রায়, সোমালী রায়, দীপন সেনগুপ্ত প্রমুখ বসন্তের বিভিন্ন আঙ্গিকের একক কবিতা পরিবেশন করেন। সুজাতা সরখেলের বড়ুয়া নির্দেশনায় প্রিয় নৃত্য কলাকেন্দ্রের পরিবেশনা অন্য মাত্রা যোগ করে। কণ্ঠ নাটকে ডাঃ শেখর রায় ও রুমা রায় ভট্টাচার্য এবং তপন ঘোষাল ও কল্যাণী ভট্টাচার্য তাদের দক্ষতার ছাপ রাখেন। প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে আহ্বায়ক কল্যাণী ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান অবক্ষয়িত সমাজে দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক চর্চার বিভিন্ন রূপেশের মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে সমাজে সুস্থ রুচিশীল সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোই মূল উদ্দেশ্য, ধ্বনিতরঙ্গের অন্যতম কর্ণধার সুদীপ্ত ভট্টাচার্য এই সর্বাঙ্গীন সুন্দর উচ্চমানের অনুষ্ঠানের জন্য আগত সকল শিল্পী ও অতিথিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গোপাগরে নতুন প্রাণের খোঁজ

বিশেষ প্রতিনিধি: জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার গবেষকরা বঙ্গোপসাগরে 'লোবোথোরাক্স ভারত' নামে একটি পরজীবী আইসোপডের অভিনব প্রজাতি খুঁজে পেয়েছেন। গোপালপুর–অন–সি–তে অবস্থিত এই সংস্থার এস্‌চুয়ারাইন বায়োলজি রিজিওনাল সেন্টার এবং বহরমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগমূলক গবেষণার সাহায্যে এই আবিষ্কারটি সম্ভব হয়েছে। এই আবিষ্কারটি সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য এবং মাছের হওয়া এই গবেষণায় সামুদ্রিক প্রাণীর জটিল জীবন সম্পর্কে জানার জন্য সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, নতুনভাবে খুঁজে পাওয়া প্রজাতিগুলি লোবোথোরাক্স বর্গের অন্তর্গত। সামুদ্রিক মাছের মুখগহ্বরে এরা থাকে, এরা মাছের রক্ত ও শ্লেষ্মা খেয়ে বেড়ে ওঠে, যে কারণে মাছের রক্তাল্পতা দেখা যায়।

ওড়িশার বালাশোর জেলার বহাবলপুর কেন্দ্র এবং ওড়িশার গঞ্জাম জেলার গোপালপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের তরফে ফিতা মাছের (ট্রাইচিউরাস লেপটুরস) এর মুখ থেকে লেবোথোরাক্সের ৬টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। আইসোপড দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ সেন্টিমিটার এবং ক্রিমযুক্ত সাদা রঙের। এদের ৭টি পেরিওনাইট এবং ৫টি প্লোনাইট দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটি মাছের মুখগহ্বরের সঙ্গে নিজেকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে রাখে এবং হুক–আকৃতির ড্যাকটিলি নামক অংশ দিয়ে সাত জোড়া পায়ের সাহায্যে নিজেকে সংযুক্ত রাখে মাছের মুখগহ্বরে।

পরজীবী বিদ্যায় দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখে। জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার গবেষক দলটিতে ছিলেন সন্দীপ কুমার মহাপাত্র, সন্মিত্র রায়, ডঃ জয় কিশোর শেঠ, ডাঃ বাসুদেব ত্রিপাঠী এবং ডাঃ অনিল মহাপাত্র। ডঃ জয় কিশোর শেঠ, ডঃ অনিল মহাপাত্র এবং ডঃ বাসুদেব ত্রিপাঠীর যৌথ নেতৃত্বে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়।

জেডএসআই'এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই আবিষ্কারটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি শুধুমাত্র লোবোথোরাক্স আইসোপডগুলির পরিচিত বৈচিত্র্যকে চিহ্নিত করে না এই আবিষ্কার বঙ্গোপসাগরের অন্যান্য জটিল পরিবেশগত সম্পর্কগুলির দিকেও আলোকপাত করে যা গবেষকদের অনুসন্ধানস্পৃহা বাড়িয়ে তোলে।'

২০২৩ সালের সূচনা

> "এই আবিষ্কারটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি শুধুমাত্র লোবোথোরাক্স আইসোপডগুলির পরিচিত বৈচিত্র্যকে চিহ্নিত করে না এই আবিষ্কার বঙ্গোপসাগরের অন্যান্য জটিল পরিবেশগত সম্পর্কগুলির দিকেও আলোকপাত করে যা গবেষকদের অনুসন্ধানস্পৃহা বাড়িয়ে তোলে।"

'লোবোথোরাক্স ভারত' তার নিকটতম প্রজাতি লোবোথোরাক্স টাইপাস ব্লিকার, ১৮৫৭ থেকে কয়েকটি কারণে পৃথক বেশ কয়েকটি মূল রূপক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, যার মধ্যে রয়েছে:

পেরিয়নের উপর থাকা একটি স্বতন্ত্র ডরসো–মিডিয়াল শিরা। মাথার উপর থাকা তিনটি শিরদাঁড়ার উপস্থিতি এবং বেশ কিছু অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। এই, জিনগত বিশ্লেষণ মাইটোকন্ড্রিয়াল সাইটোক্রোম সি অক্সিডেস সাবইউনিট আই (সিওআই) জিন বিন্যাসে ২.৫% বিচ্যুতি দেখিয়ে দিয়েছে যার ফলে, লোবোথোরাক্স ভারত এবং লোবোথোরাক্স টাইপাশ একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসাবে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করেছে।

— পিআইবি

মেটাল ডিটেক্টর উদ্ভিদ

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় বিজ্ঞান কলেজের আজীবন সদস্য

আমি তো পড়ে অবাক বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাবার কথা। মাটিতে কোনও ধাতব পদার্থ বা খনিজ পদার্থ লুকিয়ে আছে। আশেপাশে কোন ধাতব আকরিক ছড়িয়ে আছে জানতে আমাদের ভূতত্ত্ববিদের কাছে যেতে হবে।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই আমরা মানে আমাদের মুনি–ঋষিরা গাছের ব্যাপারগুলো গুলে খেয়েছেন। কার কথা বলবো। সারস্বত, মনু, গঙ্গা, বরাহমিহির কেন তাদের কাছে ব্যাপারটা ছিল একদম জলভাত।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ৫৪ তম অধ্যায়ের ১২৫ শ্লোকের মূল বিষয়ই ছিল গাছপালা কীভাবে এবং কেন মাটির ভিতর কি ধাতব আকরিক আছে তার সন্ধান দিতে পারে। এর কারণ আর কিছু নয় মেটাল ডিডেক্টর গাছের উপস্থিতি।

১৯৬৫ নাগাদ রাশিয়ার ভূতত্ত্ববিদ চেইকিশেভ নির্ণায়ক উদ্ভিদ দিয়ে উষর মরুভূমিতে সোনা ফলিয়েছেন অনেকে জানেন। পাম্প নেই কিন্তু জল কি অদ্ভুতভাবে দোতলা পাঁচতলা বাড়ির সমান উঁচু গাছে দিব্যি ওপরে উঠে যায়। বিজ্ঞানীরা একে গ্রাভিটির উল্টো ব্যাপার বলে ল্যাভিটি নাম দিয়েছে। যদি সামান্য রাই–সর্ষের গুচ্ছমূল একত্র করে হিসেব করা যায়– মাপলে দাঁড়াচ্ছে সাকুল্যে ৩৮৭ মাইল মাত্র। নিচ থেকে জল আসলে মাটি থেকে একদম ধাঁ করে জাইলেম কলার মাধ্যমে ওপরে ওঠে; একটু বুড়িয়ে যাওয়া মূলে প্রথমে ফ্লোয়েম পরে ক্যাম্বিয়াম তারপর সোজা জাইলেমে খাদ্যলবণ ও জল চালান হয়। একটা ব্যাপার হল যে সমস্ত মৌল উপাদান গাছেদের দরকার তা অজৈব অবস্থায় আয়ন হিসেবে শোষিত হয়। যেমন ফসফরাস আসে ফসফেট হিসেবে আর পটাশিয়াম শোষিত হয় পটাশিয়াম আয়ন হিসেবে।

খাদ্যলবণ ও জল কিভাবে উপরে উঠে তাতে বিজ্ঞানীরা নাস্তানাবুদ। এককে বিজ্ঞানীরা এককে রকম মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন ক্যাপিলারি ওয়াটারের মাধ্যমে, কেউ বলে অভিস্রবনের মাধ্যমে, 'DIXON AND JOLLYS COHESION, ADHESION AND TENTION THEORY' অনেকটাই বোধগম্য আর তাদের মধ্যে আমাদের স্যার জগদীশ চন্দ্র বোসের তত্ত্বটাই প্রনিধানযোগ্য।

মাটিকে দূষণমুক্ত রাখতে এখন বিজ্ঞনীরা ধাতব প্রেমী প্লান্টকে ব্যবহারের কথা ভাবছেন। যে সব গাছ জিঙ্ক, ক্যাডমিয়াম, লেড, কপারের সেই সমস্ত গাছ নীলকণ্ঠের মত সব বিষ টেনে মাটি বিষাক্ত হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচায়।

এর জন্য বেশিদূর যেতে হবে না, সামান্য দোপাটি গাছ দেখতে পাই তার বুনো প্রজাতির মধ্যে যার সাথে সাধারণ দোপাটির আকৃতিগত পার্থক্য আছে। যেমন পাতর গরণ, আকৃতি ফুলের মত না হয়ে পাপড়ির গরণও আলাদা। মোদ্দা কথা এই বুনো প্রজাতির দোপাটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক পাওয়া যায় আর কি– বলাই যায় একেবারে জিঙ্কি!

তা বেশ অনেককাল আগেকার কথা প্রায় মধ্যযুগে যদি ফিরে যাওয়া যায় তখনকার স্ক্যান্ডানেভিয় অঞ্চলের শ্রমিকরা ভিসকেরিয়া আলপিনিয়া গাছের সাহায্যে তামার আকরিক অর্থাৎ তামার খনি খুঁজে বার করতে সাহায্য করে।

জল আর খনিজ লবণ পাওয়ার জন্য সেই মানবজীবনের গোড়া থেকেই আমরা গাছ গাছড়ার দিকে নির্ভরশীল। আমাদের সাধু সন্তরা সে কথা জানতেন। তা এই ৪০ দশক নাগাদ রাজস্থানের জয়পুরের এক সন্ন্যাসী খুঁজে লেপ্টোডেনিয়া পাইরোটেকনিকা গাছের সাহায্য নিয়েছিলেন তা অনেকেই হয়ত ভুলে গিয়েছে আরও দেখা গেছে– মাটিতে খনিজ পদার্থের ঘনত্বের পরিমান কমতে থাকে বিরুৎ থেকে গুল্ম তার থেকে কম বা বড় বড় গাছগুলো। তাই বড়োতে 'কাম' নেই 'ছোটা হ্যায় বেহতর হ্যায়!' এই ঘটনাটা দেখা যায় জিঙ্ক ও ক্যাডমিয়াম ধাতুর ক্ষেত্রে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এলবেল ভন হাবজেলের মতে একটা জ্যান্ত গাছ রসায়নবিদদের মত সবসময় পদার্থ তৈরি করে যাচ্ছে। ইচ্ছেমত কখনও ক্যালসিয়াম থেকে ফসফরাস নতুবা ম্যাগনেশিয়াম থেকে ক্যালসিয়াম যা ইচ্ছে। আপনারা বলবেন এও কখনও সম্ভব! না এর কোনও সদুত্তর নেই; সাব অ্যাটমিক ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে এক মৌল আরেক মৌলে পরিবর্তিত হয় এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে।

বিজ্ঞানী ডিডিএস বার্টাবাডস ম্যাগনেশিয়াম অ্যান্ড লাইফ ১৯৬০ সালে ফ্রান্সে প্রকাশিত এই বইটিতে বলেছে পর্যায় সারণীকে গাছপালারা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। ওরা ওসব মানে ঠানে না। ('Plant is able to upset the periodic table of the element.') এরা পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথ থাকা ইলেকট্রন হুকিং করে কোনও বন্ড তৈরি করে না। 'ল অফ ওকটেট থিওরি' তে এটা হয়েই থাকে। আরও স্তম্ভিত হওয়ার ঘটনা। যে সমস্ত অত্যন্ত জটিল রাসায়নিক পদ্ধতিগুলো নিওক্লিও চুল্লিতে হয়ে থাকে তা এক লহমায় সাধারণ তাপামাত্রা গাছেরা করে দেখায়। এসবই লেখা 'এ্যালকেমিস্ট প্ল্যান্টে'। সে আরেক দিন বলা যাবে খন–এখন মূল বিষয়ে ফিরে আসি। গাছেরা কিভাবে ধাতব পদার্থকে ভালবাসে জলের উৎসকে চিনিয়ে দেয় সে কথায় আসি। 'ইকুইসিট্যাম আরভেন্স' সোনা চিনতে সাহায্য করে। 'ইরিগোনিয়াম ওভালিফোয়াম' দিব্যি রুপো চেনে। আসলি চিজ গাছ হল গিয়ে সোনা ঠোনা নয়, এক্কেবারে হিরে চেনে যে, নাম তার 'ভেল্লোজিয়া ক্যানাডিডা।'

রাজস্থানে খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে– সেখানে, দোপাটি, ওকড়া, হলদে বসন্ত এসব গাছ বেশি সেখানে জিঙ্কের পরিমাণও বেশি। আসলে শিকড়ের মাধ্যমে মাটির নিচে থাকা বিভিন্ন ধাতব পদার্থের দ্রবণ উঠে আসে আর তা ছড়িয়ে দেয় তার শাখাপ্রশাখায়। ধাতু দৌরবল্য! তা বলে সব গাছই যে সব ধাতুকে পছন্দ করবে তার কোনও মানে নেই। সেটা দেখা যাক কিরকম! যেমন ভুট্টা আর হানি সকলের পছন্দ সোনা। সোমরাজ গাছ ম্যাঙ্গানিজে আসক্ত। অর্থাৎ ওই গাছে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ বেশি থাকলেই বুঝতে হবে, যে ওদের আশপাশটায় ম্যাঙ্গানিজ ধাতু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গাছের মূল মাটির তলায় কিভাবে বিন্যস্ত; এই রুট সিস্টেম এর উপরেই নির্ভর করে গাছের খনিজ পদার্থ ও লবণ গ্রহণ করার ক্ষমতা নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস না বলে পারছি নে এই ধরুন না পাশের বাড়ির নারকেল গাছ তার লাগোয়া বাড়ির পাঁচিলের নিচ দিয়ে দিব্যি বেরিয়ে যায়, আর কাঁঠাল গাছের শিকড়ের ব্যাপারে কোথাকার শেকড় কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। আর কাঁঠাল গাছের শিকড়ের রংবাজি তো সাংঘাতিক। অনেকখানি মাটির তলা জুড়ে শেকড়ের অবস্থান। বিশেষ করে ত্রিপুরায় ওই অঞ্চল প্রচুর পরিমাণ কাঁঠাল পাওয়া যায় মাটির তলায় শেকড়ের আশেপাশে প্রচুর কাঁঠাল দেখা যায়। 'আর্টকারপাস ইনটিগ্রিফোলিয়া' দেখা যায় আর এবার তাহলেই বুঝুন ডিটেকটিভের মত কোথাকার শেকড় কোথায় হানা দিয়ে বেরোয় জল ও খনিজ পদার্থ খোঁজে।

আবার গাছের ছাইকে পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে পদার্থের অবস্থান জানা যায়। যেমন কুলগাছের কাঠ নিয়ে ছোটবেলায় দেখতাম সে কাঠ পুড়িয়ে কয়লা থেকে উড়ন–বসন এইসমস্ত বাজি তৈরি করতে। তার মানে এই নির্দিষ্ট গাছটির মধ্যে দহনশীল কার্বনের পরিমাণ অনেক বেশি। এখন ছুঁচোবাজিও দেখতে পাই না আর কুলগাছই বা কোথায় সেই রাম ও সেই অযোধ্যাও নেই।

সাধারণ লোককে মেটাল ডিক্টেটর প্ল্যান্ট না চিনলেও চলবে। শুধু কিছু গাছ চিনে রাখা দরকার। কোথায় মাটি খুবলে জল ও খনিজ পদার্থ পাওয়া যাবে তা হাতের মুঠোয় বিভিন্ন উপজাতি ও জনজাতি গোষ্ঠির লোকের কাছে। তারাই আমাদের মত সভ্য! সমাজকে এড়িয়ে দিব্যি বেঁচে আছে।

তা আমরা মেটাল ডিটেক্টর গাছের বিদ্যে কিছুটা শিখলে আখেরে ক্ষতি তো নেই। ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরুক পরশপাথর।

> বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ৫৪ তম অধ্যায়ের ১২৫ শ্লোকের মূল বিষয়ই ছিল গাছপালা কীভাবে এবং কেন মাটির ভিতর কি ধাতব আকরিক আছে তার সন্ধান দিতে পারে। এর কারণ আর কিছু নয় মেটাল ডিডেক্টর গাছের উপস্থিতি।

শতবর্ষে হিন্দু মিশন

কল্যাণ রায় চৌধুরী

এক ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ রুখে দেওয়ার সঙ্কল্পে, হিন্দুধর্ম রক্ষার্থে হিন্দু মিশনের জন্ম হয়। ১৯২৪সালে ৩২ বি, হরিশ্চন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কালীঘাট–৭০০০২৬ ঠিকানায় স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজ হিন্দু জাতিকে রক্ষার জন্য হিন্দু মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, হিন্দু ধর্ম থেকে যারা অন্য ধর্মে চলে গিয়েছিলেন, তাদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার কথা। সেই লক্ষ্যে প্রসিদ্ধ মুসলিম লীগ নেতা মৌলানা আক্রম খানের ভাই ড. হামিদুর রহমনকে ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে কালীঘাটের দলীয় কার্যালয়ে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। এবং তাদের পূর্ব পুরুষের পদবী রেখে তার নামকরণ করা হয় শশীভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, হিন্দু মহাসভার পদ্মরাজ সেন, আর্য সমাজের পন্ডিত শঙ্করনাথ।

হিন্দু মিশনের এই কার্যালয়ে ঐতিহাসিক এক নিদর্শনের এক খণ্ড চিত্র তবে এখন তা জরাজীর্ণ। শোনা যায়, সুভাষচন্দ্র বসু বাল্যকাল থেকেই তাঁর মায়ের সঙ্গে হিন্দু মিশনে গীতা পাঠের আসরে অংশ নিতেন। কোনও এক সময়ে সুভাষের মুণ্ডন করা চিত্র আশ্রমে এখনও জ্বলজ্বল করছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে কোনও এক সাধকের ছবি। সুভাষের সঙ্গে মিশনের যোগাযোগের প্রমাণ হল সাবিত্রী দেবী। হিটলারের বান্ধবী এই সাবিত্রী দেবী বহুদিন ধরে হিন্দু মিশনের দায়িত্ব সামলিয়েছেন, সেই সময়ই সুভাষের সঙ্গে যোগাযোগ হয় সাবিত্রী দেবী মুখার্জী ওরফে ম্যাক্সিমিয়ানি পোর্টাস। এমনই সব টুকরো টুকরো গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মিশনের কিছু নিদর্শন। মিশনে পূজিত হন শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রের শঙ্খ–চক্র সহিত যুদ্ধংদেহী মূর্তি এছাড়াও বুদ্ধদেবের মূর্তি ও যোগমায়েশ্বরের মূর্তি প্রায় ৯০ বছরের ইতিহাস বয়ে নিয়ে চলছে।

এক সাক্ষাৎকারে হিন্দু মিশনের বর্তমান সভাপতি আইনজীবী শঙ্করলাল দাস বলেন, 'আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে বর্তমান অবস্থা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন এই ক্ষণজন্মা মনীষী স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ। হাজার বছরের বিজাতীয় শাসন–শোষণ হিন্দু ধর্মকে জরাজীর্ণ করে তোলে। খুন, ধর্ষণ, ধর্মান্তর, লুণ্ঠন ছিল সেসময় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ওরা বহিরাঙ্গনে আঘাত হানে। আর ব্রিটিশ শুধু বিহারাঙ্গনেই নয়, অন্তরাঙ্গনেও আঘাত হানে। ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর যারা রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হন, তারা ওদেরই উত্তরসূরী। এদের হাতেও হিন্দু ধর্ম সুরক্ষিত ছিল না বা নেই। হাজার হাজার বছরের সনাতনী ঐতিহ্যের ধারক– বাহক হল হিন্দু ধর্ম। এ কারণেই ভারতবর্ষে সাধু সন্ন্যাসীদের পূণ্যভূমি। ১২০০ বছর যাবৎ হিন্দু ধর্মের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ধর্মান্তর করেও হিন্দু ধর্ম শেষ করতে পারেনি। ষড়যন্ত্রকারী ব্রিটিশ ১৯৪৭ সালে দ্বি–জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করে স্থায়ীভাবে এক সাম্প্রদায়িক বিষ বৃক্ষের রাষ্ট্র পাকিস্থান সৃষ্টি করে। এর সূচনা হয়েছিল, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মোহাম্মদ আলি জিন্নার ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাকে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' অর্থাৎ নিরস্ত্র হিন্দু নিধন যজ্ঞ। এর প্রধান হোতা ছিলেন বাংলারই সুরাবর্দি। এই বছরেরই ১০ অক্টোবর সংঘটিত হয় 'নোয়াখালি কিলিং'। ১৯৭১ সালে ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্যে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। কিন্তু হিন্দু নির্যাতন অব্যাহত থাকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায় বর্বর পাক বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার আল–বদর ও শান্তি কমিটির মুসলিম বাঙালি ভাইয়েরা। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বিভিন্ন অছিলায় বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর এই নির্যাতন অব্যাহতই থাকে। আমরা ওদের ভাই বলে সম্বোধন করলেও, ওরা আমাদের বিধর্মী, কাফের হিসেবেই গণ্য করে। যার পরিণতি স্বরূপ হিন্দুদের উপর বারংবার আক্রমণ। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ছিল প্রায় ৮৫ শতাংশ আর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে হিন্দু ছিল প্রায় ২৯ শতাংশ। বর্তমানে তা এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গে ৭০ শতাংশে এবং বর্তমান বাংলাদেশে ০৭ শতাংশে। একবার ভাবুন, স্বাধীনোতার ৭৬ বছরে কি কোনও হিন্দু জন্মগ্রহণ করেনি। এই ধারা চলতে থাকলে হিন্দু বাঙালি জাতিটি কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে যাবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ড. শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ ক রক্ষা করা হিন্দু বাঙালির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পাকিস্থান আমলের হিন্দু নির্যাতন মূলক মানবতা বিরোধী বর্বর কালো শত্রু 'সম্পত্তি আইন' স্বাধীন বাংলাদেশে নাম পরিবর্তন করে আজও বহাল আছে। শত্রু সম্পত্তির পরিমাণ ২৮ লক্ষ একর। তাই কালক্ষেপ না করে বাংলাদেশ সরকারকে এই কালো আইন বাতিল করার জোরালো দাবি জানাছি।'

শঙ্কর লাল আরও বলেন, '১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ক্ষমতাসীলরা সকলেই হিন্দু স্বার্থ বিরোধী ও মুসলিম তোষণকারী। শুধুমাত্র ২০১৪ সালে মোদীজী ক্ষমতায় আসার পর ভারতবর্ষের আপামর হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু জন জাগরণের উন্মেষ ঘটে। কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল এবং রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা মোদীজীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পৃথিবীতে ধর্মের ভিত্তিতে বহু রাষ্ট্র আছে। রাষ্ট্রধর্ম খ্রীষ্টান পোল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, ডেনমার্ক সহ ২৬ টির বেশি দেশ। রাষ্ট্র ধর্ম বৌদ্ধ কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার সহ ৬/৭ টির বেশি দেশ। রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, বাংলাদেশ, পাকিস্থান, সৌদি আরব সহ ৫৬ টির বেশি দেশ। ভারত, নেপাল, মরিশাস বেশি হিন্দু জনসংখ্যায় দেশ হওয়া সত্ত্বেও একটিও হিন্দু রাষ্ট্র নয়। হিন্দু রাষ্ট্র হিন্দু সুরক্ষার জন্য অতীব জরুরী। 'হিন্দু মিশন'– এর পক্ষ থেকে তাই শতবর্ষের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে ভারতবর্ষ কে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণার পাশাপাশি হিন্দুদের রক্ষাকবচ সিএএ–কে লাগু করার দাবি জানানো হচ্ছে। এই সঙ্গে বাংলাদেশের হিন্দুদের সামাজিক, নাগরিক নিরাপত্তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সুনিশ্চিতকরণ, বিশ্বের সকল হিন্দুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা, ওয়াকফ বোর্ডের বিলুপ্তিকরণ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যুর উদঘাটনের দাবি জানানো হচ্ছে।'

হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতি রাজ্যশ্রী চৌধুরি বলেন, 'হিন্দু মিশনের শতবর্ষ চলছে আমার শুভেচ্ছা জানাই। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে হিন্দু মিশনের যোগাযোগ বহুকালের। আমাদের সভার নেতৃত্ব হিন্দু মিশনের হিতৈষী হিসেবে বহুদিন কাজ করেছে। আমি চাই হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের রক্ষার্থে মিশন এখনও কাজ করে চলুক। মিশনকে সামনে রেখে সামাজিক কাজ করে চলুক এই সংগঠন। হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে আমরা আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব।' বঙ্গীয় হিন্দু সেনার প্রতিষ্ঠা সভাপতি অম্বিকানন্দ মহারাজ বলেন, 'হিন্দু মিশনের শতবর্ষে আমি শুভেচ্ছা জানাই। হিন্দু মিশন প্রায় স্বাধীনতা প্রাক্ মুহূর্ত থেকে যেভাবে বেদচর্চা, শিল্প–সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান। যেখানে হিন্দু মিশন বর্তমানে অবস্থিত সেটি শুধুমাত্র বাংলা এবং বাঙালির নয়, সমগ্র পৃথিবীর আধ্যাত্মিক কেন্দ্রবিন্দু কালীঘাট মন্দিরের নিকস্থ। হিন্দু মিশনের এই নাম তার কর্মপন্থা কার্যপ্রণালী অবগত করে। হিন্দু মিশনের সঙ্গে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং উত্তরবর্তী স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব যুক্ত ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর মা প্রভাবতী দেবী যেমন ছিলেন তেমন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে যোগ ছিল। এছাড়াও হিন্দু মিশনের হাত ধরে অসংখ্য হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক ও পন্ডিতরা বাংলা ও বাঙালিকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেই হিন্দু মিশন আমাদের গর্বের কেন্দ্রবিন্দু থাকা সত্ত্বেও কেন সংস্কারের অভাবে অবহেলিত বা নিসপ্রভ হয়েছে তার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রের দৃষ্টি আর্কষণ করছি। হিন্দু মিশনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির হোক। এ নামের মধ্যদিয়ে তাঁর যে ব্যাপকতা তা হিন্দুদেরকে সংগঠিত করার মাধ্যমে হিন্দু মিশন যেন পুনরায় আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারে।'

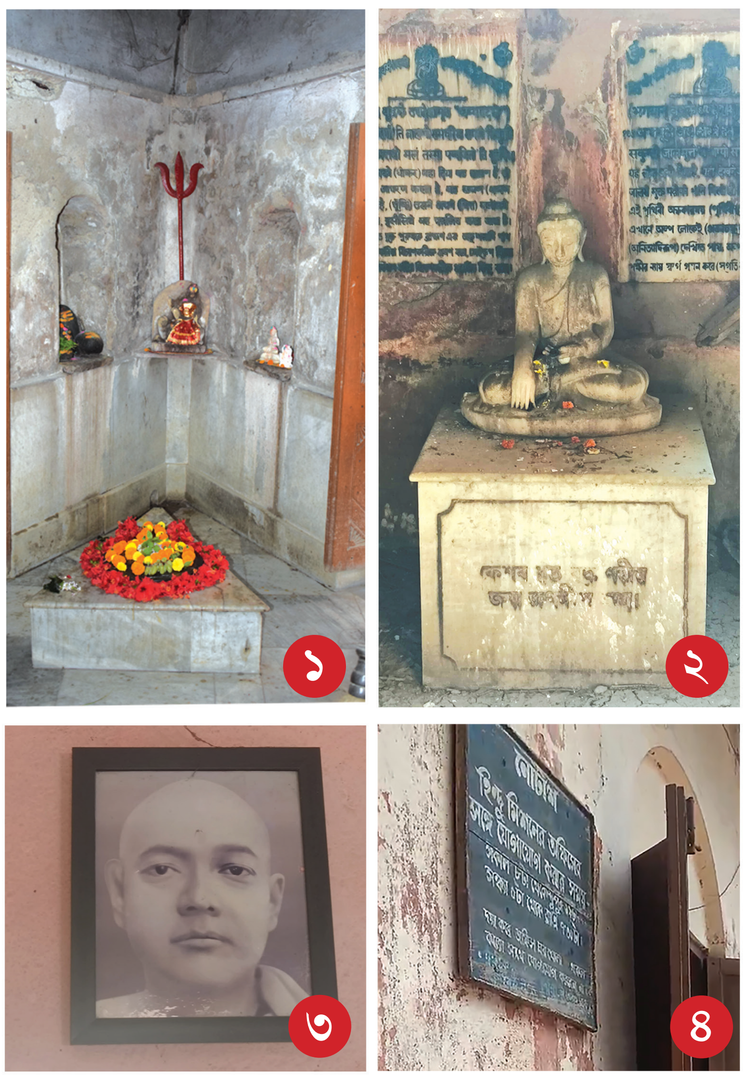

(১) শিব মন্দির (২) বুদ্ধ মন্দির (৩) হিন্দু মিশনে মুন্ডিত হয়েছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু (৪) হিন্দু মিশনের অফিস ঘর

আতশ কাচে

রেফারির ক্লাস

পথ চলা শুরু হল আইএফএর রেফারি অ্যাকাডেমির। আইএফএ অফিসে এই অ্যাকাডেমির ক্লাস শুরু হল। ১০জন শিক্ষার্থীকে রেফারিংয়ের পাঠ দেন বিশিষ্ট রেফারিরা। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফের যুগ্ম সহ সচিব মহম্মদ জামাল ও সুদেষ্ণা মুখার্জী, কলকাতা রেফারি সংস্থার সভাপতি ভোলানাথ দত্ত, প্রদীপ নাগ, সুব্রত সরকার, সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, অনামিকা সেন, দেবাশীষ মিশ্রের মতো বিশিষ্ট রেফারিরা। প্রতি শনি ও রবিবার রেফারি অ্যাকাডেমির ক্লাস নেওয়া হবে।

টি২০ র‍্যাঙ্কিং

আইসিসি টি–২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজেদের জায়গায় বহাল স্মৃতি মান্ধানা এবং দীপ্তি শর্মা। মঙ্গলবার দুবাইয়ে মহিলাদের টি–২০ ক্রমতালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ব্যাটারদের তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন স্মৃতি। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থান ধরে রাখেন দীপ্তি। মান্ধানা ছাড়া ব্যাটারদের তালিকায় প্রথম দশে কোনও ভারতীয় নেই। ১১ নম্বরে রয়েছেন হরমনপ্রীত কৌর। জেমাইমা রডরিগেজ রয়েছেন ১৫ নম্বরে। তাঁর একধাপ নীচে শেফালি বর্মা। ব্যাটারদের তালিকায় একনম্বর স্থান বেথ মুনির দখলে। দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়ারই তেহলিয়া ম্যাকগ্রা। ভারতীয়দের মধ্যে মান্ধানা ছাড়া কেউ জায়গা পায়নি।

প্যানেলে মেনন

আইসিসির আম্পায়ারদের এলিট প্যানেলে একমাত্র ভারতীয় নীতিন মেনন। মঙ্গলবার আইসিসির এলিট প্যানেল আম্পায়ারদের তালিকা ঘোষণা হয়। এই দলে যোগ দেন দক্ষিণ আফ্রিকার আলাহুদিয়েন পালেকার এবং ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স ওয়ার্ফ। কিন্তু ভারতীয় আম্পায়ারদের মধ্যে একমাত্র রয়েছেন নীতিন। বিশ্বে সেরা ম্যাচ অফিসিয়ালদের মধ্যে নিজেকে আরও একবার প্রতিষ্ঠিত করলেন নীতিন। রিচার্ড ইলিংওয়ার্থের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মেনন।

বাবা হলেন রাহুল

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন কেএল রাহুল। সোমবার রাত ৮ টা ২০ মিনিট সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে রাহুলের স্ত্রী তথা বলিউড অভিনেত্রী আথিয়া শেট্টি জানান, তাঁদের কন্যাসন্তান হয়েছে। সঙ্গে লেখা আছে, ‘২৪ মার্চ, ২০২৫।’ যে দিনটার মাধ্যমে মেয়ের জন্মতারিখ বোঝাতে চেয়েছেন আথিয়া। আর তারপরই শুভেচ্ছায় ভেসে গিয়েছেন তারকা দম্পতি।

জিতলেই পুরস্কার

তিন বছর পর ফের রাজ্য গেমস আয়োজন করছে বিওএ। এবার জয়ীদের আর্থিক পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। এমন উদ্যোগ অবশ্য নতুন নয়, আগেও একবার দেওয়া হয়েছে। তবে এবার টাকার অঙ্কটা বাড়ানো হয়েছে অনেকটাই। ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা–রুপো–ব্রোঞ্জের জন্য দেওয়া হবে যথাক্রমে ২৫ হাজার টাকা, ২০ হাজার টাকা এবং ১৫ হাজার টাকা। দলগত ইভেন্টের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অ্যাথলিট পাবেন যথাক্রমে ১২ হাজার টাকা, ১০ হাজার টাকা এবং ৭ হাজার টাকা। ব্যক্তিগত ইভেন্টে ২৬ জন এবং দলগত ইভেন্টে ১০৩ জন অ্যাথলিট পুরস্কার পাবেন।

ভাল আছেন তামিম

সোমবার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচ চলাকালীন আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন বাংলাদেশের ব্যাটার। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়কের এনজিওগ্রাম করানো হয়েছে। তাঁর দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তামিমের হার্টে ব্লকেজ পাওয়া গিয়েছে। আপাতত সফলভাবে রিং পরানো হয়েছে। তবে তামিম এখন অনেকটাই ভালো আছেন। কথা বলছেন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখাও করেন।

পিয়ালীর চীনের সীমাপদ্মা ও চোওউ শৃঙ্গ অভিযান ঘিরে অনিশ্চয়তা

মলয় সুর : বাংলার পর্বত তনয়া ২০২৩ সালে মাকালু ও অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ জয়ের পর আবারো নতুন অভিযানে বেরোচ্ছেন চন্দননগরের ভূমিকন্যা পর্বতারোহী পিয়ালী বসাক। এবার তার লক্ষ্য চীনের সীমাপদ্মা ও চোওউ পর্বত শৃঙ্গ জয় করা। এর মধ্যে চোওউয়ের উচ্চতা ২৭০০০ ফুট এবং সীমাপদ্মার উচ্চতা ২৬৩০০ ফুট। পর্বতারোহী হিসেবে ইতিমধ্যেই একাধিক রেকর্ড করেছেন পিয়ালী। আগামী ৭ এপ্রিল চন্দননগরের পর্বতারোহী পিয়ালীর তিব্বত রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি চীন– তিব্বত পর্বতারোহী সংস্থা (সিটিএমএ) তিব্বতের সীমাপদ্মা এবং নেপাল চীন সীমান্তের চোওউ শৃঙ্গ অভিযান স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পর্বত কন্যা পিয়ালী এই কথা বলেন। তাতেই বঙ্গ কন্যার অভিযান নিয়ে মনে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদি একান্তই অনুমোদন না পাওয়া যায় তাহলে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ

শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহন করবেন। তবে কোনোমতেই অভিযান বন্ধ হবে না। যদিও বিশেষ অনুমোদন জোগাড় করা যায় কিনা তার চেষ্টা চলছে। চন্দননগরের কাঁটাপুকুরের মেয়ে পিয়ালী ইতিমধ্যেই ছটি আট হাজারি শৃঙ্গ জয় করেছেন। এরমধ্যে একাধিক শৃঙ্গ জয় করেছেন অক্সিজেন ছাড়াই। বাংলার কোন মহিলা পর্বতারোহই জন্য যা একটি বিরল রেকর্ড। শারীরিক ও আর্থিক এবং পারিবারিক সমস্যায় তিনি প্রায় দু বছর কোন অভিযানে যাননি। এই প্রথম তার অভিযানের জন্য আর্থিক সমস্যা সেভাবে ছিল না। ২০২২ সালে একবার চোওউ আরোহন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয় পিয়ালীকে। এদিন প্রেস মিটে সামাজিক কাজকর্ম করার সংস্থা অভিষ্টর সেক্রেটারি আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী তার পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন। মঞ্চে ছিলেন বন্ধন ব্যাংকের মার্কেটিং ম্যানেজার প্রসন্ন শ্রীবাস্তব, পর্বতারোহী করুণা প্রসাদ মিত্র, অপূর্ব চক্রবর্তী, ভারতবর্ষে প্রথম মহিলা পর্বতারোহী দিপালী সিনহা প্রমুখরা। তাদের প্রত্যেককে পরিধি ছাড়িয়ে পাবলিকেশনের সংস্থার সম্পাদিকা উত্তরীয়, ব্যাজ পরিয়ে সম্মানিত করেন। মধুমিতার নিপুন উপস্থাপনা ছিল মনমুগ্ধকর। এবারে তাই নব উদ্যমে জোড়া শৃঙ্গ জয়ের চ্যালেঞ্জ জিতে নিতে কোমর বেঁধেছেন পিয়ালী।

সুনীলের সহজ সুযোগ নষ্ট ভারতের ড্র, ক্ষুব্ধ মানোলো মার্কেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রস্তুতি ম্যাচ জিতলেও, মূল ম্যাচ আটকে গেলেন সুনীলরা। মালদ্বীপের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ জিতলেও, এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে বাংলাদেশের কাছে আটকে গেল ভারত। একের পর এক সুযোগ নষ্ট। গোলের মুখই খুলতে পারলেন না সুনীলরা। শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে সারা ম্যাচে মাত্র দু'টি শট গোলে রাখতে পারে ভারত। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল ভারত। ১৯৯৯–এর পর এই প্রথম দুই দলের মধ্যে ম্যাচের ফল হল ০–০।

বাছাই পর্বের গ্রুপ ‘সি’–তে থাকা অপর দুই দল হংকং ও সিঙ্গাপুর–ও এদিন গোলশূন্য ড্র করে। ফলে গ্রুপের প্রতিটি দলই একই জায়গায় রয়ে গেল। ভারত সরাসরি ২০২৭ সালের এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে বাছাই পর্বের মাধ্যমেই ভারতকে টিকিট নিশ্চিত করতে হবে। ঘরের মাঠে আটকে গিয়ে চাপেই পড়ল ভারত।

ভারতের স্বস্তির কারণ বলতে শুধুমাত্র এটুকুই। দু'দলের মধ্যে ব্যবধান ৫০তম স্থানের। তবু যেন সমান সমান লড়াই। শুভাশিসরা রুখে না দাঁড়ালে লজ্জা আরও বাড়তে পারত। বাংলাদেশ দলে মূল ভরসা ছিলেন হামজা চৌধুরি। বাংলাদেশ দল বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু গোল করতে পারেনি। কোচ মানোলো মার্কেজ অবশ্য বেশ ক্ষুব্ধ ভারতের

এই পারফরম্যান্সে। সাফ জানিয়ে দেন, ‘দলের এই পারফরম্যান্সে আমি শুধু হতাশ নই, ক্ষুব্ধও। এত খারাপ পারফরম্যান্স দেখে আমি অবাকও হয়েছি।’ অবসর ভেঙে ফিরে আসা সুনীল ছেত্রী ম্যাচের শেষ দিকে যে গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন, তা সত্যিই কোচকে হতাশ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। ৯মাস পরে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেই গোল পেয়েছিলেন। এদিনও তাঁকে কেন্দ্র করেই জয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন মানোলো। ৮৫ মিনিটে কোচ তাঁকে তুলে নেন। আর ৮৯ মিনিটের মাথায় ভারতই গোল খেয়ে যেত, যদি বাংলাদেশের পরিবর্ত ফরোয়ার্ড ফাহিমের আকস্মিক গোলমুখী জোরালো শট বাঁদিকে ডাইভ দিয়ে না বাঁচাতেন বিশাল।

যোগাসনে জোড়া পদক এনে চাকরির আশায় সাথী মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত ন্যাশনাল গেমসে ট্রেডিশনাল যোগাসনে রুপো ও রিদমিক পেয়ার বিভাগে সোনা জিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতন একটা চাকরির আশা দেখছিলেন কালনা ২ ব্লকের পূর্ব সাতগেছিয়ার সাথী মণ্ডল । গত ২০ মার্চ রাজ্য সরকারি ক্রীড়া বিভাগের পক্ষ থেকে একটি চিঠি পাঠানো হয়। সেখানে সাথীকে জানানো হয় সোমবার বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে একটি চাকরির আবেদনপত্র, বায়োডাটা ও সকল সার্টিফিকেট নিয়ে হাজির হতে হবে। সোমবার কলকাতায় গিয়ে সাথী সমস্ত কাগজপত্র জমা দিয়ে আসেন। সাথির বাবা শ্যামল মণ্ডল পেশায় টোটোচালক। তিনি বলেন মেয়ের সাফল্যে আমি খুবই গর্বিত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন জাতীয় স্তরে খেলাধুলায় যারা স্বর্ণপদক পাবে তাদের ৩ লক্ষ টাকা ও একটি চাকরি দে ও য়া হবে। এই আশাতেই রয়েছি।

ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে হকিতে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাম্প্রতিক সময়ে ফুটবলের ডার্বি আধিপত্য মোহনবাগানের। আইএসএলে ২প্রধানের আত্মপ্রকাশের পর থেকে একবারও সবুজ–মেরুনকে হারাতে পারেনি লাল–হলুদ। ৯বারের সাক্ষাতে আটবারই জিতেছে মোহনবাগান। একটি ম্যাচ ড্র । ফুটবল মাঠের আধিপত্য এবার হকির অ্যাস্ট্রোটার্ফেও। ছিল ক্যালকাটা প্রিমিয়র লিগের ফাইনালে ছিল ডার্বি। ডুমুরজলা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এদিনের ম্যাচ ঘিরে সমর্থকদের মধ্যেও ছিল ব্যাপক উন্মাদনা। সেখানেই সবুজ মেরুনের বাজিমাত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে তাঁরা হারাল ৩–১ গোলে। সেইসঙ্গে ক্যালকাটা প্রিমিয়র হকি লিগে ফের চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় হকি দলের প্রস্তুতি শিবিরে যোগদানের কারণে পাঁচ নিয়মিত খেলোয়াড়কে পায়নি মোহনবাগান। তাই খাতায়–কলমে দুর্বল বা আন্ডারডগ হিসেবেই নেমেছিল তাঁরা। কিন্তু পজেশনাল হকি এবং পেনাল্টি কর্নারে বাজিমাত করে গেল তাঁরা। পাঁচ মিনিটের মাথায় প্রথম পেনাল্টি কর্নার থেকে অর্জুনের গোলে এগিয়ে যায় সবুজ মেরুন। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ১১ মিনিটে ফের গোল মোহনবাগানের। এবার প্রতি–আক্রমণে গোল করেন কার্তিসেলভম। ঝটিকা আক্রমণে মোহনবাগান ২–০ গোলে এগিয়ে যায়। কলকাতা হকি লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ক্লাব তাঁবুতে পতাকা উত্তোলন করা হয়। দলের জন্য দেড় লক্ষ টাকা পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করেন ক্লাবের সচিব দেবাশিস দত্ত। হকিতে যুবদের বিকাশেও তাঁরা নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন সচিব। তবে তার আগে হকির সব ম্যাচ অ্যাস্ট্রোটার্ফে আয়োজনের ব্যবস্থায় জোর দেওয়ার দাবি তুলেছেন মোহনবাগান সচিব।

বাংলার টেবিল টেনিসের গরিমা ধরে রাখতে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের উদ্যোগ

আরিফুল ইসলাম, শিলিগুড়ি : বাংলার টেবিল টেনিসের আঁতুরঘর হিসাবে পরিচিত উত্তরবঙ্গের প্রাণের শহর শিলিগুড়ি। বিগত ১৯৭৫ সালে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৩৩ তম বিশ্ব টেবিল টেনিসের আসর বসেছিল। সেই থেকে হালফিলের ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস অলিম্পিক বা অতি সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুনের জাতীয় গেমস অর্ধশতাব্দী ধরে সর্বত্রই টেবিল টেনিস খেলায় রাজ্য ও দেশের সম্মানে এই শহরের অবদান অনস্বীকার্য। কারণ বিনোদন ক্রিকেট বা ২০–২০–র পাজামা ক্রিকেটের আকর্ষণ ও দাপটে দেশের বাকি সব খেলার রঙ যেখানে ফিকে হয়ে যাচ্ছে, সেখানে এ রাজ্যের উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির ছেলেমেয়েরা আর্থিক সমস্যাকে উপেক্ষা করে আজও রাজ্য এবং দেশের সম্মানকে ধরে রাখতে দারুণ ভাবে বদ্ধপরিকর।

একটা সময় শতাব্দী বর্মন, মান্তু ঘোষ, গণেশ কুণ্ডু, শুভজিৎ সাহারা যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শিলিগুড়ির মান বাড়িয়েছিলেন, তেমনই পরবর্তী সময়ে কস্তুরী চক্রবর্তী, অঙ্কিতা সাহা, সৌম্যজিৎ ঘোষেরা উত্তর–পূর্ব ভারতের করিডোর এই শিলিগুড়ি শহরের সম্মান ধরে রেখেছেন। কিন্তু সমস্যা সেই আসল জায়গায়, অর্থের অভাব। যে অর্থ ছাড়া সংসারে যেমন হাঁড়ি চড়ে না, তেমনই সমাজের অন্য কাজও হয় না, খেলাধুলাও তারই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। তাই খেলা ভালোবাসা এই শহরের অনেকের মুখেই শোনা গেল একটা আক্ষেপ, আগে টেবিল টেনিস

খেলায় এতো টাকা লাগতো না। কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আনুষঙ্গিক খরচ যথেষ্ট বেড়েছে। ব্যাট বল সরঞ্জামের সঙ্গে খেলার বিভিন্ন সামগ্রী কিনতে ছা–পোষা বাঙালি ঘরের ছেলেমেয়েদের হিমসিম খেতে হচ্ছে। কারণ এই খেলায় প্রায় অধিকাংশই উঠে এসেছে নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এবং তা অবশ্যই টেবিল টেনিসকে ভালোবেসে। কিছু খেলোয়াড় ব্যক্তিগত উদ্যোগে অল্পস্বল্প স্পনসর জোগাড় করলেও সার্বিকভাবে নতুন খেলোয়াড়দের অনেকেরই খেলার খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষে বড়োবড়ো স্পনসররা তো অধিকাংশই ক্রিকেট ও আইএসএল ফুটবলে স্পনসরশিপ নিয়ে ব্যস্ত, টেবিল টেনিসের মতো খেলাগুলো প্রকৃত অর্থে বড়ো কর্পোরেট হাউসের কাছে এখনো ব্রাত্য।

অবশেষে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মহানাগরিক গৌতম দেবের শুনেই উদ্যোগী হয়েছেন। এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ক্ষমতার পরিসরে রেখে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা মহানাগরিক জানান। বাস্তবরূপ দিতে সম্প্রতি মহানাগরিক এই বিষয়টি পৌর বোর্ড সভায় অনুমোদনও করিয়ে নিয়েছেন। প্রথমত, ঠিক হয়েছে উঠতি খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার জন্য পৌরনিগম উদ্যোগ নেবে। এছাড়া অনুশীলনের জন্য স্বল্প মূল্যে পৌরনিগমের অধীনস্থ ইন্ডোর স্টেডিয়ামগুলো ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। এরই সঙ্গে ঠিক হয়েছে এ শহরেরই ২–৩ জন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এই উঠতি খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ করানো হবে, সে দায়িত্বও শিলিগুড়ি পৌরনিগম নেবে। এমনকী টেবিল টেনিসে উত্তরবঙ্গের এই শহরের গরিমা বজায় রাখার জন্য এই খেলায় আগ্রহ বাড়াতে এলাকার প্রতিটি বিদ্যালয়কে এগিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছেন এবং মহানাগরিক গৌতম দেবের সঙ্গে সহযোগিতা করার আশ্বাসও দিয়েছেন। পৌরনিগম এই উদ্যোগ শহরের ক্রীড়া মহল যথারীতি সাধুবাদ জানিয়েছেন।

প্রতিভার খোঁজে

ন্যাশনাল যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার ২কীর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হরিয়ানা (কুরুক্ষেত্রে) ন্যাশনাল যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ সালের ১১ মার্চ মঙ্গলবার খ বিভাগ থেকে অনুষা বিশ্বাস তৃতীয় ও গ বিভাগ থেকে সায়ন বিশ্বাস প্রথম স্থান আধিকার করে বাগদা ব্লকের মুখ উজ্জ্বল করেছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শতাধিক ছেলে–মেয়ে এই আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল বলে জানা যায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বনগাঁর ডায়মন্ড ক্লাবের হয়ে উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল সায়ন ও অনুষা। তারা আপন দুই ভাই–বোন তাদের বাবার নাম সুজিত বিশ্বাস। তাদের বাড়ি বাগদা ব্লকের রনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ডহরপোতা গ্রামের রাজবংশী পাড়ায়। সায়ন বিশ্বাস রানাঘাট অঞ্চল হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র এবং তার বোন অনুষা বিশ্বাস ডহরপোতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। প্রথম পর্যায়ে কুলিয়ার মাঠে তাদের এই যোগায় হাতে খড়ি দেন এলাকারই বিশিষ্ট তাইকন্ডো প্রশিক্ষক জহিরুল ইসলাম বিশ্বাস। পরে তারা দুই ভাই বোনই বনগাঁ ডায়মন্ড ক্লাবে উন্নত প্রশিক্ষণ নেয়। উক্ত ক্লাবের পক্ষ থেকেই হরিয়ানা(কুরুক্ষেত্রে) আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতা ২০২৫–এ অংশ নিয়েছিল। তাদের এ অসামান্য সাফল্যে এলাকা রীতিমত উৎসবের আমেজ চালু রয়েছে। গত মঙ্গলবারও বাগদার পক্ষ থেকে মানবিক ওসি গনেশ বাইন তাদের বাড়িতে পৌছে বিশেষভাবে সর্ম্বধনা দিয়ে উৎসাহ যুগিয়েছেন। ওই সময় রানাঘাট পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা প্রাক্তন উপপ্রধান সম্রাট বিশ্বাস ও বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধক্ষ্য গৌতম বিশ্বাস সহ এলাকার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ মার্চ জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের হরিনারায়ণপুর অঞ্চলের পল্লীমঙ্গল সংঘের পরিচালনায় জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে একদিনের ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর ১নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি শামিম আহমেদ ঢালী, হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েত প্রধান সুজাউদ্দিন শেখ, জয়নগর ১ নং ব্লক আইএনটিটিইউসির সভাপতি মাতিন হালদার, প্রতাপাদিত্য অধিকারী সহ আরো অনেকে। জয়নগর, কুলতলি, মগরাহাট, ক্যানিং সহ আশেপাশের এলাকা থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় প্রতিযোগিরা।

শেষ হল ৮ দলীয় নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সুন্দবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ নং জাগরণী সংঘের উদ্যোগে ২২ মার্চ শুরু হয়েছিল এক নক আউট ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ৮ টি দল অংশ গ্রহণ করেছিল। টুর্ণামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রইচ আলী মোল্লা ও দেবাশীষ বৈরাগী। উপস্থিত ছিলেন শুভ শংকর মিস্ত্রী, প্রিয়তোষ মণ্ডল, জগন্নাথ রায়, সুশীল মিস্ত্রী, মহাদেব ঘরামী। ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। ফাইনাল খেলায় ‘মা এন্টারপ্রাইজ’ ৬ উইকেটে ‘রায়পাড়া ভাই ভাই সংঘ’কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়। এদিন সন্ধ্যায় জয়ী দলের অধিনায়কের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট

সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী ও টুকাই মিস্ত্রী। রানার্স দলের হাতে ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন তপন রায় ও গৌরপদ মণ্ডল। টুর্ণামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন জয়ী দলের অনীক।

আয়োজক কমিটির সভাপতি অবনী মণ্ডল জানিয়েছেন, ‘এটা আমাদের দ্বিতীয় বর্ষ। আইপিএল শুরুর দিনে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করে আমরা ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ যাতে আইপিএলয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারে। সেজন্যই এই টুর্ণামেন্টের আয়োজন। আগামীদিনে আমরা আরো বড়ো মাপের টুর্নামেন্টের আয়োজন করবো।’

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে

পড়তেই হবে

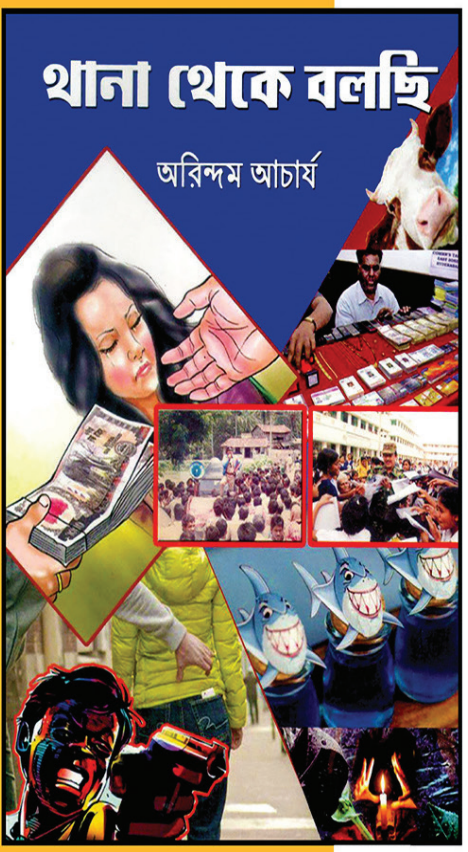

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু ....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে

নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com